أخطار تهدد البيوت

পারিবারিক বিপর্যয়ের কারণ

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

প্রকাশকের কথা...

প্রতিনিয়ত আমাদের সমাজে পারিবারিক বিপর্যয়ের সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে চলছে। পত্রিকা আর সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত অধিকাংশ সংবাদই দেখা যায়, পরিবারকেন্দ্রিক নানান জটিলতা নিয়ে। কোথাও শোনা যায় স্বামী-সন্তানদের রেখে স্ত্রীর উধাও হয়ে যাওয়ার খবর, আবার কোথাও শোনা যায় পরিবারের সদস্যদের বিবাদের কারণে হত্যা কিংবা আত্মহত্যার সংবাদ। তুচ্ছ কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ তো আজকের সমাজের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এ ছাড়াও নানান বিষয়ে পরিবারগুলোতে অশান্তি আর কলহ-বিবাদ লেগেই থাকে। পারিবারিক এসব বিপর্যয় নিয়ে আমরা শঙ্কিত হলেও, কখনো ভেবে দেখি না বা চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজনও বোধ করি না, এসব বিপর্যয় সৃষ্টির মৌলিক কারণগুলো কী? আর কীভাবে এর প্রতিরোধ কিংবা প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়?

যাহোক, পারিবারিক হরেক বিপর্যয় ও অঘটন রোধে এবার আমরা প্রকাশ করেছি শাইখ সালেহ আল-মুনাজ্জিদের (أخطار تهدد البيوت) গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ 'পারিবারিক বিপর্যয়ের কারণ ও প্রতিকার'। গ্রন্থটি থেকে পরিবারের প্রতিটি ব্যক্তি যথেষ্ট শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ।

- মুফতি ইউনুস মাহবুব

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের দু'কলম

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

প্রতিনিয়ত আমরা ডুবে আছি আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামতের মাঝে। পরিবারও আল্লাহপ্রদত্ত এক বিশেষ নিয়ামত। পরিবার ভালোবাসার আধার। পরস্পরের প্রতি মায়া-মমতা, আদর-যত্ন দেখানোর এক অনুপম আবাস। পরিবার আমাদের প্রথম শিক্ষালয়। পরিবার বিনে আমরা কেমন যেন অসহায়। বস্তুত, একটি আদর্শ পরিবার পারে আদর্শ সন্তান গড়তে। সে অর্থে পরিবার আদর্শ মুসলিম গড়ার কারিগর।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, চারপাশে তাকিয়েও আজ আমরা খুঁজে পাই না কোনো আদর্শ পরিবার! প্রায় পরিবারই দেখি নানা বিপর্যয়ের সম্মুখীন। মানুষের মুখে মুখে শুনি পারিবারিক অভিযোগ-অনুযোগ। মুসলিম হয়েও আজ আমরা অনুসরণ করে চলছি পাশ্চাত্যের নোংরা লাইফ-স্টাইল। তাদের মতো চলে নিজেদের ঘরগুলোকে করে তুলেছি একেকটি গুনাহের আসর! ফলে দিনদিন হারাচ্ছি নিজেদের ব্যক্তিত্ব, হারাচ্ছি আমাদের সুষ্ঠু-সুন্দর পারিবারিক ঐতিহ্য। পারিবারিক অশান্তি আর দুনিয়ার গ্লানি তো বয়ে বেড়াচ্ছি। সেই সাথে আখিরাতকে সমৃদ্ধ করার সুযোগও হারাচ্ছি।

যাহোক, আমরা যদিও দ্বীন পালনে উদাসীনতা দেখাই, আল্লাহকে ভুলে থাকি; কিন্তু দয়াময় আল্লাহ আমাদের ভুলে যান না। তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন কোনটি সঠিক পথ আর কোন পথে রয়েছে আমাদের মুক্তি।

আল্লাহ বলেন :

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
>
> 'হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবারকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। যাতে নিয়োজিত আছে কঠোর স্বভাব ও কঠিন হৃদয় ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করেন না। তারা তা-ই করে, যা তাদের আদেশ করা হয়।'[১]

নিজেকে ও নিজের পরিবারকে এমন এক মহাবিপর্যয় থেকে রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব আল্লাহ কর্তৃক অর্পিত। এ দায়িত্ব কোনো দুনিয়াবি দায়িত্ব নয় যে, অবহেলা করলেও কোনোভাবে আমরা পার পেয়ে যাব। পরকালীন সেই মহাবিপর্যয় থেকে বাঁচতে হলে আমাদের পরিবারগুলোকে অবশ্যই মুক্ত রাখতে হবে দুনিয়াবি বিপর্যয়ে পতিত হওয়া থেকে। তবেই আমরা ইহকালীন জীবনেও পাব পারিবারিক সুখ-শান্তির ছোঁয়া।

কীভাবে আমরা নিজেদের পরিবারকে নানান বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে পারব, **'পারিবারিক বিপর্যয়ের কারণ ও প্রতিকার'** বইটিতে রয়েছে তারই উত্তম নির্দেশনা। বইটিতে একই সাথে পারিবারিক বিপর্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কারণ এবং এগুলোর প্রতিকারের উপায় হিসেবে চমৎকার উপদেশ বর্ণিত হয়েছে। এটি শাইখ সালেহ আল-মুনাজ্জিদের أخطار تهدد البيوت-এর বাংলা অনুবাদ।

এ বইয়ের যা কিছু কল্যাণকর, তা কেবলই আল্লাহর দান। আর যা কিছু অকল্যাণকর, তা শয়তানের প্ররোচনা ও আমাদের ত্রুটি। আল্লাহ আমাদের বইটি দ্বারা উপকৃত হবার তাওফিক দান করুন, আমিন।

- আব্দুল্লাহ ইউসুফ

---

১. সুরা আত-তাহরিম : ০৬

সূচিপত্র

অবতরণিকা

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
أَمَّا بَعْدُ-

পরিবারের পরিশুদ্ধতা আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক বড় একটি আমানত। বিরাট এক দায়িত্ব। আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী এ আমানত রক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর ওপর আবশ্যক। পরিবারকে সর্বপ্রকার মন্দ ও নিকৃষ্ট বিষয় থেকে মুক্ত রাখা—এ আমানত রক্ষারই অন্যতম অংশ।

এ বইতে এমন পরিবারগুলোর প্রতি বিশেষ নির্দেশনা রয়েছে, যে সকল পরিবারে নানান ধরনের নিকৃষ্ট ও ক্ষতিকর বিষয় বিদ্যমান—যেসব বিষয় কেবল উম্মাহর ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধ্বংসের মুখেই ঠেলে দেয় না; বরং একটি মুসলিম পরিবারকে পতিত করে বিপর্যয়ের শেষ সীমায়, পুরো পরিবারকে ধ্বংস করে তবে ক্ষান্ত হয়।

আপনার হাতের এ বইটিতে পারিবারিক বিপর্যয় সৃষ্টির এমনই কিছু বিশেষ কারণ নিয়ে আলোচনা থাকবে। এবং এ বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে আবির্ভূত হারাম বিষয়গুলো থেকে বেঁচে থাকার ও সেগুলো প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে নির্দেশনা থাকবে। পাঠক সমীপে প্রতিটি নির্দেশনা উপস্থাপিত হবে **'উপদেশ'** নামে। আশা করি, এ বইটি তাদের জন্য পথনির্দেশিকা হবে, যারা হকের পথে চলতে চায়, কদম বাড়াতে চায় সংস্কার ও পরিবর্তনের পথে; যার আদেশ স্বয়ং রাসুল ﷺ আমাদের দিয়েছেন তাঁর মধুসম বাণীতে :

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

> 'তোমাদের কেউ মন্দ কর্ম দেখলে, সে যেন তা হাত দিয়ে পরিবর্তন করে। যদি তাতে সে সক্ষম না হয়, তবে যেন কথার দ্বারা পরিবর্তন করে। যদি এতেও সে সক্ষম না হয়, তবে যেন অন্তর দ্বারা (পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে) পরিবর্তন করে; আর এটা হচ্ছে সর্বনিম্ন ইমান।'[২]

'আদর্শ পরিবার গঠনে ৪০টি উপদেশ' নামক বইটিতে পারিবারিক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী নিকৃষ্ট কিছু কারণ সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছিল। এ বইয়ে উপস্থাপিত হয়েছে সে সকল কারণের বিস্তারিত বিবরণ।

মহান আরশের প্রভু, পরম দাতা আল্লাহর নিকট আমাদের প্রার্থনা—তিনি যেন এ বইটির মাধ্যমে আমাদের ও আমার মুসলমান ভাইদের অশেষ উপকৃত হবার তাওফিক দান করেন। একমাত্র আল্লাহ তাআলাই সঠিক পথপ্রদর্শনকারী।

- মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

---

২. সহিহ মুসলিম : ৬৯/১

পারিবারিক বিপর্যয়ের
কারণ ও প্রতিকার

যথাযথভাবে পর্দার ফরজ আদায় করুন।

স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোনো গাইরে মাহরাম—যাদের সাথে পর্দা করা ফরজ—আত্মীয় পুরুষকে স্ত্রীলোকের ঘরে প্রবেশ করতে না দেওয়ার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করুন। অনেক ঘর আছে, স্বামীর আত্মীয়-স্বজন সেখানে নির্দ্বিধায় প্রবেশ করে। মাহরাম ও গাইরে মাহরামের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই, পর্দাহীনভাবে যে কেউ স্ত্রীলোকের সাথে দেখা করে। অথচ, গাইরে মাহরামদের সাথে দেখা দেওয়া স্পষ্ট হারাম। আবার অনেক বাসায় স্বামীর নিকটাত্মীয় পুরুষরা বসবাস করে। তারা মাহরাম পুরুষের মতো নির্দ্বিধায় ঘরে প্রবেশ করে। পর্দার প্রতি তারা কোনো ভ্রুক্ষেপই করে না। গাইরে মাহরাম নিকটাত্মীয়দের নির্দ্বিধায় এভাবে স্ত্রীলোকের ঘরে প্রবেশ করাকে আশপাশের লোকজনও কিছুই মনে করে না। তারা ভাবে, এরা তো এই মহিলার স্বামীর নিকটাত্মীয়। এ তার ভাই, এ ভাতিজা, এ মামা, এ চাচা ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু প্রবেশের এ সহজতা ও দ্বিধাহীনতার কারণে উন্মুক্ত হয় ফিতনা-ফাসাদের দ্বার। এ যেন নিজের ঘরে খাল কেটে কুমির আনার মতোই অবস্থা। অন্যদিকে শরিয়তের হদগুলো লঙ্ঘনের কারণে আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। এ ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর এ হাদিসটি হলো মূলনীতি :

إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ : رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ : الْحَمْوُ الْمَوْتُ

"“তোমরা মহিলাদের নিকট প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকো।” তখন আনসারদের মধ্য থেকে এক লোক বলল, “হে আল্লাহর রাসুল, দেবরের ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?” তিনি বললেন, “দেবর তো মৃত্যুতুল্য।”"[৩]

নবি ﷺ বলেন, 'হাদিসের উদ্দেশ্য হলো বাপ-দাদা, ছেলে-সন্তান ব্যতীত স্বামীর নিকটাত্মীয়রা—যারা তার স্ত্রীর গাইরে মাহরাম—তার স্ত্রীর নিকট

৩. হাদিসটি ইমাম বুখারি রহ. বর্ণনা করেছেন। দেখুন, ফাতহুল বারি : ৯/৩৩০।

প্রবেশ করতে পারে না। বাপ-দাদা, ছেলে-সন্তানদের সাথে তার স্ত্রীর দেখা করা জায়িজ। এখানে তাদের মৃত্যুর সাথে তুলনা করা হয়নি। বরং এ নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত হলো—স্বামীর ভাই, ভাতিজা, চাচা, চাচাতো ভাই, ভাগনেসহ স্বামীর প্রমুখ এমন আত্মীয়-স্বজন, যাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ওই স্ত্রীলোকের জন্য অবিবাহিত অবস্থায় জায়িজ ছিল। আর স্বাভাবিকভাবে দেবর খুব সহজে ভাবির ঘরে প্রবেশ করতে পারে এবং তার সাথে একান্তে মিলিত হতে পারে; তাই এখানে দেবরকে মৃত্যুর সাথে তুলনা করা হয়েছে। সুতরাং অন্য পুরুষদের চেয়ে স্ত্রীলোকের জন্য দেবরই নিষিদ্ধ হওয়ার অধিক উপযুক্ত। এ জন্যই এখানে তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে।'[৪]

الحمو الموت (দেবর মৃত্যুতুল্য) হওয়ার কয়েকটি অর্থ হতে পারে :

- দেবরের সাথে নির্জনে মিলিত হওয়া স্ত্রীলোকের জন্য কখনো কখনো দ্বীন ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যদি উভয়ের মধ্যে খারাপ কিছু হয়ে যায়।

- দেবরের প্রবেশের ফলে যদি তাদের মধ্যে জিনা-ব্যভিচার সংঘটিত হয়, তাহলে স্ত্রীলোকের ওপর রজম ওয়াজিব হয়।[৫] তাই এ নির্জনে মিলিত হওয়াটাই কখনো মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

- যদি স্বামীর মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ জেগে ওঠে এবং সে স্ত্রীকে (এহেন অপরাধের কারণে) তালাক দিয়ে দেয়; তাহলে এটা স্ত্রীর জন্য ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

- উল্লিখিত হাদিসাংশ দ্বারা এটাও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, তোমরা মৃত্যুর ব্যাপারে যেমন সতর্ক থাকো, গাইরে-মাহরামের সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ করার ব্যাপারেও তেমনই সতর্ক থাকো।

- অথবা মৃত্যু যেমন কষ্টের কারণ ও মানুষের নিকট যেমন এটি অপছন্দনীয়; তেমনই গাইরে মাহরামের সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ হওয়াও অপছন্দনীয় বা ঘৃণিত।

---

৪. ফাতহুল বারি : ৩৩১/৯

৫. এ ক্ষেত্রে দেবর বিবাহিত হলে তারও একই শাস্তি। অন্যথায় তাকে ১০০ বেত্রাঘাত করা হবে। [অনুবাদক]

- বলা হয়, দেবর মরলে মরে যাক; তবুও যেন পরনারীর সাথে তার নির্জন সাক্ষাৎ না ঘটে।

উল্লিখিত হাদিসাংশের সকল অর্থই দেবর-ভাবির পরস্পর সাক্ষাৎ না হওয়ার ওপর জোর দেয়। সকল অর্থই প্রকাশ করে যে, কোনোভাবেই যেন পারিবারিক বিপর্যয় বয়ে আনে এমন কোনো কারণের উদ্ভব না হয়। পরিবার যেন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ও বিপর্যয় থেকে সুরক্ষিত থাকে। তাই উল্লিখিত সকল অর্থই শরিয়তের দৃষ্টিতে প্রযোজ্য। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এই হাদিস জানার পর এমন স্বামীদের ব্যাপারে আপনার কী মন্তব্য? যারা স্ত্রীদের বলে থাকে, 'আমি বাড়িতে না থাকাবস্থায় যদি আমার ভাই আসে, তবে তুমি তাকে ঘরে ঢুকতে দেবে, তার সাথে দেখা করবে, কথা বলবে।' অথবা ঘরে মেহমান এলে স্ত্রী বলে, 'ঘরে এসে বসুন না!' অথচ তখন তারা দুজন ব্যতীত অন্য কেউ ঘরে থাকে না।

অনেকে বিশ্বাস ও আস্থা দেখিয়ে বলে, আমার স্ত্রীর ব্যাপারে আমার আস্থা আছে; আমার ভাই, ভাতিজা, চাচা, চাচাতো ভাইয়ের ব্যাপারেও আমি ভালো আস্থা রাখি। আমরা তাদের উদ্দেশে বলব, এদের ব্যাপারে তোমাদের আস্থা উঠিয়ে নেওয়ারও দরকার নেই এবং যার ওপর তোমাদের আস্থা আছে, তার ওপর নতুন করে সন্দিহান হবারও প্রয়োজন নেই। তোমাকে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর এই হাদিসের ওপর আমল করতে হবে। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ ثَالِثَهُمَا

'যখনই কোনো পুরুষ ও নারী একাকী সাক্ষাৎ করে, তখন শয়তান তাদের তৃতীয় জন হিসেবে থাকে।'[৬]

এখানে ভালো-খারাপ কাউকেই পৃথক করা হয়নি। বরং বড় মুত্তাকি থেকে বড় পাপী সবাই এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত। এ ফিতনায় পতিত হওয়ার আশঙ্কা থেকে কেউ মুক্ত নয়। এ সকল নসের ক্ষেত্রে শরিয়তে কাউকেই পৃথক করা হয়নি।

---

৬. সুনানুত তিরমিজি : ১১৭১

সংযোজন : একটি ঘটনা

এই কিতাবটি লেখার সময় একটি ঘটনা জানতে পেলাম। সংক্ষেপে বলছি, এক লোক বিয়ে করে স্ত্রীকে নিজ বাড়িতে নিয়ে আসলো। স্ত্রীর সাথে বেশ সুখ-শান্তিতেই তার জীবন কাটছিল। কিন্তু তার অনুপস্থিতিতে তারই ছোট ভাই একান্তে তার স্ত্রীর কাছে আসা-যাওয়া শুরু করল। তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের আবেগময় কথাবার্তা চলছিল। একসময় তাদের মধ্যকার সম্পর্ক ডালপালা গজিয়ে রূপ নিল প্রেম-প্রণয়ে। তারপর সদ্য বিবাহিত সুখ-শান্তির এ পরিবারে সৃষ্টি হলো দুটি মারাত্মক সমস্যা :

১. স্বামীর প্রতি স্ত্রীর প্রচণ্ড ঘৃণা।

২. দেবরের সাথে স্ত্রীলোকটির মধুর সম্পর্ক।

এখন স্ত্রী না পারছে নিজের স্বামীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে, আর না পারছে দেবরের সাথে যা-ইচ্ছে তাই করতে। এভাবে সুখের একটি পরিবারে জ্বলে উঠল জাহান্নামের আগুন। এ ঘটনা থেকে সহজে অনুমান করা যায়, পর্দাহীনতার অন্যায় ও অনিষ্টতা কত মারাত্মক! কিন্তু এটাতেই শেষ নয়; এমন সম্পর্কের পরের ধাপেই আসে—জিনা-ব্যভিচার, এরপর হারাম বা জারজ সন্তান।

পারিবারিক বা ভিন্ন কোনো সম্মিলনের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীদের জন্য আলাদা আলাদা মজলিশের ব্যবস্থা করুন।

স্বভাব ও চরিত্রগতভাবেই মানুষ সামাজিক। জীবনযাপনের ক্ষেত্রে অবশ্যই তাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের প্রয়োজন হয়। আর আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব থাকলে তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎও করতে হয়। কিন্তু পারিবারিক ও বন্ধুত্বসম্পর্কীয় এ দেখা-সাক্ষাৎ যেমনিভাবে পারিবারিক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তেমনিভাবে এই সাক্ষাতের ক্ষেত্রে নিয়মনীতি ও শরয়ি বিধিবিধানের প্রতি লক্ষ না রাখার কারণে তা পারিবারিক বিপর্যয়েরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তা ছাড়া আখিরাতের ক্ষতির বিষয়টি তো আছেই।

তাই সাক্ষাৎ করতে হলে অবশ্যই শরয়ি হুকুম মেনে নারী ও পুরুষের দেখাদেখির সকল পথ বন্ধ করে তবেই এমন সম্মিলনের ব্যবস্থা করতে হবে; অন্যথায় নয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন :

﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾

‘তোমরা তাদের কাছে কোনো সামগ্রী চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। আর এটা তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার উপায়।’[৭]

আমরা যদি পারিবারিক সাক্ষাৎকালীন নারী-পুরুষের একত্রে বসার খারাপ ও ক্ষতিকর দিকগুলো অনুসন্ধান করি, তাহলে অনেক অনিষ্টতা আমাদের সামনে প্রকাশ পাবে অনায়াসে। যেমন :

১. নারী-পুরুষের সম্মিলনে এমন হয়ে থাকে যে, হয়তো নারীরা পর্দাবৃতা থাকে না কিংবা তাদের পর্দা পরিধানের ধরনে ত্রুটি থাকে। ফলে

৭. সুরা আল-আহজাব : ৫৩

নারীরা এমন লোকদের সামনে নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে, যাদের সামনে সৌন্দর্য প্রদর্শন করতে আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ [তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।][৮] আল্লাহ তাআলা সৌন্দর্য প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন, অথচ বর্তমানের মহিলারা গাইরে মাহরামদের সাথে সাক্ষাতের এ সকল অনুষ্ঠান বা সম্মিলনে সেজেগুজে আসে, যে সাজসজ্জা তারা নিজেদের স্বামীর জন্য কখনোই করে না।

২. একই মজলিসে নারী-পুরুষ একত্র হয়ে পরস্পরকে দেখার কারণে তাদের দ্বীন ও চরিত্রের চরম ক্ষতি হয়। তাদের মধ্যে হারাম কামনা-বাসনা বৃদ্ধি পায়। ইউরোপীয় দেশগুলোতে এরূপ মজলিস বা আসরকে পার্টি বলা হয়।

৩. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়, তাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় খুবই কুৎসিত পরিণতিতে, যখন স্বামী অন্যের স্ত্রীর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকায় বা অন্যের স্ত্রীকে চোখ টিপে ইশারা করে অথবা তার সাথে হাসিঠাট্টায় মেতে ওঠে। অনুরূপভাবে স্ত্রীর দিক থেকেও পরপুরুষের সাথে এমনটি ঘটে। এরপর বাড়িতে ফিরে দুজনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করে। স্বামী স্ত্রীকে দোষে আর স্ত্রী স্বামীকে দোষে।

স্বামী : তুমি অমুকের কথা শুনে হাসলে কেন? তার কথার মধ্যে হাসির এমন কী ছিল?

স্ত্রী : আগে বলো, তুমি অমুক মহিলাকে চোখে ইশারা করলে কেন?

স্বামী : যখন সে কথা বলছিল, তখন কত তাড়াতাড়িই না তার কথা বুঝে নিচ্ছিলে। কত সাজিয়ে-গুছিয়ে তার কথার উত্তর দিচ্ছিলে! কিন্তু আমার সাথে কথা বলার সময় আমার কথা যেন তোমার বুঝেই আসে না। আমার কোনো কথারই তুমি ভালোভাবে উত্তর দাও না! কারণটা কী?

---

৮. সুরা আন-নুর : ৩১

এভাবে তারা একে অপরের প্রতি অভিযোগের তির নিক্ষেপ করতে থাকে। পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা দিয়ে এ ঝগড়ার ইতি ঘটে। আবার কখনো তো অবস্থা তালাক পর্যন্ত গড়ায়।

৪. স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকেই তাদের বিয়ে নিয়ে আফসোস করে। স্বামী অন্যের স্ত্রীকে দেখে তার সাথে নিজের স্ত্রীকে তুলনা করতে থাকে। অনুরূপভাবে স্ত্রীও পরপুরুষকে দেখে তার সাথে নিজের স্বামীকে তুলনা করতে থাকে।

স্বামী মনে মনে বলে, এই মেয়েটি কত সুন্দর করে তার স্বামীর সাথে কথা বলছে! স্বামীর কথার উত্তর দিচ্ছে! ইস, মেয়েটি কত রুচিশীল! আর আমার স্ত্রী! সে তো একেবারে গণ্ড-মূর্খ, রুচি বলতে তার মধ্যে কিচ্ছু নেই!

অন্যদিকে স্ত্রী মনে মনে বলে, হায়, অমুকের কী ভাগ্য! তার স্বামীটা কত স্মার্ট, কত বুদ্ধিমান! আর আমার স্বামী! আস্ত একটা গবেট, কিচ্ছু বুঝে না, শুধু গাধার মতো চেঁচায়।'

পারস্পরিক এরূপ অসন্তুষ্টি ও অতৃপ্তির কারণে তাদের দাম্পত্য জীবনে অশান্তি সৃষ্টি হয়। একে অপরের প্রতি তৈরি হয় প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা। দাম্পত্য জীবনটা একেবারে বিষিয়ে ওঠে। এখান থেকেই ঘটে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের সূত্রপাত।

৫. এ সকল অভিশপ্ত পার্টিতে গমনকারিণী নারীরা ঘরে নিজের স্বামীর জন্য না সাজলেও পার্টির সময় অন্যের জন্য ঠিকই সাজে। আর তার স্বামী? স্বামী তো নিজ স্ত্রীকে সাজতে বলে, যেন তাকে অন্য পুরুষদের সামনে প্রদর্শন করতে পারে, আর নিজে অনেক গর্ব করে বুক ফুলিয়ে চলে। কত নির্লজ্জতা-বেহায়াপনা! পার্টিতে তো তাদের দুজনের মুখে মেকি হাসি থাকে। কিন্তু বাড়িতে! দুজনের মধ্যে কেবলই ঝগড়া চলে। এসব মহিলা অন্যের থেকে স্বর্ণালংকার ধার করে এনে পরে দেখায় যে, সে এত এত গয়নার মালিক। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ

'যে এমন জিনিস নিয়ে পরিতৃপ্ত হয় যা তাকে দেওয়া হয়নি, সে মিথ্যাপোশাক পরিধানকারীর মতো।'[৯]

৬. এসব পার্টিতে অবাধ মেলামেশার কারণে অযথা রাত জাগরণ করে সময় নষ্ট হয়। ক্ষতিকর দিকগুলোর যোলকলা পূর্ণ হয়। ঘরে একা ছেড়ে দেওয়া হয় ছোট ছেলে-মেয়েদের। এমনকি তাদের কান্নার করুণ সুরও কোনো রকম ব্যাঘাতের কারণ হয় না স্বামী-স্ত্রী দুজনের জন্য।

৭. এমন লেট নাইট পার্টিগুলোতে অনেকে মারাত্মক কবিরা গুনাহে লিপ্ত হয়। সেখানে মদ, জুয়া, গান-বাজনাসহ অনেক কিছুই থাকে। বিশেষ করে, হাই ক্লাস নামক একটি শ্রেণির নাম না তুললে তো বোধ হয় অপরাধ হয়ে যাবে। কারণ, এহেন অপকর্ম নেই, যা তাদের মেলবন্ধন নামক নোংরা পার্টিতে হয় না। একে তো এই অপকর্মগুলো কবিরা গুনাহ, অন্যদিকে এর মাধ্যমে কাফির-মুশরিকদের অনুসরণ করা হচ্ছে। কাফিরদের মতো পোশাকআশাক পরে আসা, তাদের নানান পদ্ধতি অনুসরণ করা, সবই হচ্ছে।

নারী-পুরুষের সম্মিলন, পুনর্মিলন, পার্টিসহ ইত্যাদি যে নামেই একে ডাকি না কেন—সবখানেই তো হারামের সয়লাব। নারী-পুরুষে দেখাদেখি করে এসব পার্টি করা, হারাম ও কুকর্মে লিপ্ত হওয়া, হারাম বস্তু পানাহারে মত্ত থাকা, সবই হচ্ছে বিজাতীয় সংস্কৃতি ও কাফিরদের অনুকরণ-অনুসরণে। কিন্তু এসব অনুকরণ-অনুসরণের কারণে যে তারা ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, তার খবর কি তারা রাখে?[১০] রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

'যে ব্যক্তি যেই জাতির সাথে সাদৃশ্যতা রাখবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।'[১১]

---

৯. সহিহুল বুখারি, ফাতহুল বারি : ৯/৩১৭

১০. অনুবাদক

১১. মুসনাদু আহমাদ : ২/৫০, সহিহুল জামি' : ২৮২৮

উপদেশ

ঘরের কাজের লোকদের ক্ষতি থেকে সতর্ক থাকুন।

প্রতিনিয়ত আমাদের পরিবারগুলোতে নানান ধরনের ফিতনা-ফাসাদ, অন্যায়-অপরাধ ও সমস্যা সৃষ্টি হয়। আবার এ সকল সমস্যা থেকে মুক্তির পথও আমাদের বের করতে হয়। কিন্তু আমরা অনেক ক্ষেত্রেই জানি না যে, এ থেকে মুক্তির উপায় কী? কখনো আমরা এমন কিছু পন্থা অবলম্বন করি, যার মাধ্যমে সমস্যা তো দূর হয়ই না; বরং তা আরও জটিল আকার ধারণ করে। বস্তুত, শরয়ি ফয়সালার মাধ্যমেই আমাদের সকল সমস্যার সমাধান করতে হবে। দ্বীনি বাধ্যবাধকতার দিকগুলো অবলম্বন করার মাধ্যমে অন্যায়-অপরাধ দমন করতে হবে। ফিতনা-ফাসাদ প্রবেশ করার উৎসগুলো বন্ধ করা আমাদের ওপর দ্বীনি আবশ্যকীয় দায়িত্ব। যথাযথ কর্মপন্থা অবলম্বন করে মন্দ ও খারাপের প্রবেশপথ বন্ধ করা শরিয়তের নিকট অগ্রগণ্য।

চাকর-বাকর ও গাড়ির চালকদের মাধ্যমে আমাদের ঘর ও পরিবারে অনেক ধরনের ফিতনা-ফাসাদ ও অন্যায়-অপরাধ প্রবেশ করে। কিন্তু অনেকেই এ ব্যাপারে কিছুই জানে না বা সতর্ক থাকে না। আবার কেউ জানলেও এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না। কেউ কেউ বারবার একই গর্তে দংশিত হতে থাকে, কিন্তু তারা যেন টেরই পায় না। কেউ তো নিজ বাড়িতে থেকে পাশেই কোথাও ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটার কথা শুনেছে, কিন্তু তার ভাব এমন যেন সে কিছুই শোনেনি। এটা দুর্বল ইমানের আলামত এবং অন্তরে আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর ধ্যান না থাকার কারণে এমনটি হয়ে থাকে।

ঘরে চাকর-বাকর ও গাড়িচালক থাকলে যে সকল ক্ষতি ও ফিতনা সৃষ্টি হয়, এখন আমরা তা নিয়ে কিছু আলোচনা করব। যাতে যারা পরিচ্ছন্ন হৃদয়ের অধিকারী, যারা নিজ ঘর ও পরিবারের জন্য সামান্যও চিন্তা করে এবং তাদের কল্যাণ চায়, তারা এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

- প্রথমে যে ক্ষতির কথা বলা প্রয়োজন—ঘরে যদি পরিচারিকা নিয়োগ দেওয়া হয়, তবে নারীর প্রতি প্ররোচিত হওয়ার মতো ফিতনা জন্ম নেয়। বিশেষ করে, ঘরে যদি যুবক ছেলে থাকে; তবে তো এ ফিতনার

সম্ভাবনা বহু গুণে বেড়ে যায়। আবার পরিচারিকা যদি সেজেগুজে থাকে, বাড়িতে যদি একা হয়ে পড়ে; তবে অঘটন ঘটার সম্ভাবনার হার বেড়ে যায় তরতর করে। পরিচারিকা নিয়োগের কারণে যুবকদের পথভ্রষ্ট হওয়ার ঘটনা তো একের পর এক ঘটেই চলেছে!

পরিচারিকা মেয়েটি যুবকের কক্ষে কোনো কাজে আসলো অথবা যুবকটি ঘর খালি ও নির্জন থাকার সুযোগ গ্রহণ করে তার কাছে গেল; তবে তো ফিতনা অনিবার্য। কারও কারও ঘটনা পরিবারের লোকেরা জানার পরও কেউ কিছু বলে না। আবার কারও বিষয়টা প্রকাশ পাওয়ার পর পরিবারের পক্ষ থেকে আত্মমর্যাদাহীনতার পরিচয় দেয় এমন প্রতিক্রিয়া আসে। তারা তাকে বলে 'এই এটা ঠিক নয়, এ থেকে বিরত থাকো।' অন্যদিকে আগুনকে জ্বালানির পাশেই রেখে দেওয়া হয় আগের মতো। ফলে পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয় না। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবস্থা এমনই বিগড়ে থাকে যে, ঘরের পরিচারিকা নির্জনতার সুযোগে অন্য পরিচারিকাদের নিয়ে আসে।

- কাজের মেয়ে ঘরের সকল কাজ করার কারণে গৃহিণীকে কোনো কাজ করতে হয় না। যার কারণে গৃহিণী তার দায়িত্ব থেকে অবসর থাকে। ফলে সে দিন দিন অলস-অকর্মণ্য হয়ে পড়ে এবং পরিবারের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভুলে থাকে। এরপর কখনো যদি কাজের মেয়েটি অসুস্থ হয়ে পড়ে অথবা ছুটিতে যায়; তখন তার ওপর যেন কিয়ামত শুরু হয়ে যায়।

- **শিশু সন্তানদের তরবিয়ত ও তাদের সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার ওপর বিরূপ প্রভাব পড়া :**

- কাফির, মুশরিক, নাসারা, বৌদ্ধ পরিচারিকাদের থেকে বিভিন্ন কুফরি আকিদা-বিশ্বাস শিশুদের মধ্যে প্রবেশ করে। এখন অনেক শিশুকে মাথা, বুকের দুদিকে ইশারা করে ক্রস অঙ্কন করতে দেখা যায়; যেভাবে খ্রিষ্টানরা প্রার্থনা করে থাকে। এর প্রধান একটি কারণ হলো, ঘরে কোনো খ্রিষ্টান পরিচারিকার উপস্থিতি। শিশুরা তাদের বিধর্মী

সেবক-সেবিকাদের উপাসনা করতে দেখে তাদের অনুসরণ করার চেষ্টা করে। তারা অনেক সময় আমাদের বাচ্চাদের হাতে চকলেট বা মিষ্টি দিয়ে বলে, এটা যিশুর পক্ষ থেকে এসেছে। এমনিভাবে শিশুটি তার বৌদ্ধ সেবিকাকে গৌতম বুদ্ধের মূর্তির সামনে মাথা নত করে পুজো দিতে দেখে। আবার কেউ কেউ বাচ্চাদের নিয়ে তাদের ধর্মের উৎসব উদযাপন করে। তাদের ধর্মীয় রীতিনীতি ও আনন্দ-খুশিকে আমাদের শিশুদের মনের মধ্যে প্রবেশ করায়। যার ফলে ধীরে ধীরে আমাদের শিশুরা তাদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অনুরাগী হয়ে ওঠে।

- শিশুদের প্রতিপালন ও উত্তম শিক্ষা প্রদানে মায়ের আদর-স্নেহ অপরিহার্য। মায়ের আদর-যত্নেই শিশুরা পায় আত্মিক স্থিরতা। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে শিশুরা তাদের মায়ের আদর-যত্ন, স্নেহ-ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়। যার ফলে ছোটবেলা থেকেই তাদের মনে বিরাজ করে এক ধরনের শূন্যতা ও বিষণ্নতা। অন্যদিকে সেবিকাদের পক্ষেও প্রকৃত মায়ের আদর-যত্ন ও স্নেহ-ভালোবাসা দেওয়া সম্ভব হয় না। ফলে শিশুদের প্রতিপালনে অপূর্ণতা থেকে যায়।

- ভিন্ন অঞ্চলের ভিন্ন ভাষার পরিচারিকার তত্ত্বাবধানে থাকার কারণে শিশুদের ভাষার মধ্যেও বিকৃতি ঘটে। বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলা তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে যায়। ফলে ভাষার এমন অপূর্ণতা তাদের শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণে ক্ষতিকর সাব্যস্ত হয়।

- পরিচারিকা ও গাড়িচালকদের বেতন ও খরচ বাবদ বাড়ির কর্তাকে বাধ্যতামূলক অতিরিক্ত অনেক অর্থ খরচ করতে হয়।

- আবার 'কর্মচারীদের বেতন-ভাতা কে দেবে?' এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বাধার ঘটনা তো রয়েছেই। যখন বাড়ির কর্তা ও কর্ত্রী উভয়েই চাকরিজীবী হয়, তখন শিশু লালনপালনের জন্য নির্ধারিত পরিচারিকা ও চালকদের খরচ কে মিটাবে? এ নিয়ে উভয়ের মধ্যে কলহ-বিবাদ শুরু হয়। নারীরা যদি বাড়ির বাইরে কাজের পরিবর্তে ঘরে থাকত, ঘরের কাজ নিজেই সম্পন্ন করত, তাহলে অনেক অনিষ্টতা ও অকল্যাণ থেকে ঘর ও পরিবার রক্ষা পেত।

- সত্য কথা হলো, ঘর ও পরিবারের নানান সমস্যা ও জটিলতার মূল কারণ আমরা নিজেরাই। আমরাই সমস্যা ও জটিলতা পাকাই, অতঃপর তার সমাধান খুঁজি। কিন্তু একবার সমস্যা সৃষ্টি হয়ে গেলে অনেক ক্ষেত্রেই তার আর চূড়ান্ত সমাধান করা সম্ভব হয় না।

- সেবিকা ও পরিচারিকায় অভ্যস্ত হয়ে উঠলে ব্যক্তিত্বের মধ্যে খারাপ ও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

- কেউ কেউ তো বিবাহের আকদের সময়ই পরিচারিকা রাখার শর্ত করে। আবার কোনো কোনো মহিলা তো বিবাহের পর তাদের গৃহ-পরিচারিকাকে সঙ্গে নিয়ে আসার কথা চিন্তা করে। এভাবেই আমাদের মেয়েরা ঘরের কাজকর্ম ও নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজন সম্পাদনে দিনদিন অযোগ্য হয়ে পড়ছে; যদিও তা ক্ষুদ্র কোনো কাজই হোক না কেন।

- ঘরে কাজের মেয়ে থাকার কারণে গৃহকর্ত্রীর হাতে কোনো কাজ থাকে না। ফলে দীর্ঘ সময় তার অবসর থেকে যায়। উপরন্তু সে জানে না যে, কীভাবে ব্যয় করা উচিত এ অবসর সময়। তাই সারাদিন সে শুয়ে-বসে অলসভাবে কাটিয়ে দেয়। ঘরে নিজের কোনো কাজ না থাকায় ঘন ঘন বাইরে বেরোয়। অন্য মহিলাদের সাথে বসে গিবত-পরনিন্দা করে সময় কাটায়। এভাবে মহিলাদের মূল্যবান সময় নষ্ট হতে থাকে। যার পরিণতিতে কিয়ামত দিবসের আফসোস ও লাঞ্ছনা তাদের জন্য অবধারিত হয়ে যায়।

পরিবারের লোকদের জন্য ক্ষতিকর কিছু বিষয় :

১. শত্রুরা পরিবারের সদস্যদের জন্য জাদু-টোনা ও তাবিজ-কবজ করতে পারে। যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায় অথবা ব্যাঘাত ঘটায় তাদের শারীরিক সুস্থতায়। চাকর-বাকর বা এ ধরনের কেউ সে জাদু-টোনার জন্য প্রয়োজনীয় চুল বা ইত্যাদি শত্রুদের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া অবাক করা ব্যাপার নয়।

২. বাড়ির সদস্যদের বিভিন্ন বস্তু চুরি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৩. বাড়ির কর্তার সম্মানহানি হতে পারে। অনেক সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবার আছে, যখন তারা বাইরে যায়, তখন তার ঘর খারাপ, অশ্লীল ও অপরাধমূলক কাজের আড্ডাস্থলে পরিণত হয়। আপনি অবশ্যই শুনে থাকবেন যে, বাড়ির কর্তার অনুপস্থিতিতে পরিচারিকারা অনেক অপরিচিত পুরুষকে ঘরে নিয়ে এসে হারাম কর্মে লিপ্ত হয়।

৪. ঘরে কুফরির প্রবেশ ঘটে। আর এটা তো সরাসরি রাসুল ﷺ এর নিষেধের লঙ্ঘন। তিনি জাজিরাতুল আরবে কাফিরদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছেন। বিশেষ করে, যখন তাদের কোনো প্রয়োজনই থাকবে না। কারণ, তাদের পরিবর্তে মুসলমান পরিচারক-পরিচারিকা নিয়ে আসা সম্ভব। সৎ ও আল্লাহভীরু এমনিভাবে পরিবারের সদস্যদের ইসলাহের উদ্দেশ্যে ভালো দায়িদের নিয়ে আসা যায়।

৫. বাড়িতে কিংবা গাড়িতে মহিলারা গাড়ি-চালকের সাথে একাকী থাকার কারণে যে সকল ফিতনা সৃষ্টি হয়, তা থেকে সাবধান থাকতে হবে। অনেক মহিলা সেজেগুজে সুগন্ধি মেখে নিজের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে গাড়িচালকের সামনে আসতে কোনো বাধা মনে করে না। মনে হয় সে যেন তার মাহরামদের কেউ। বারবার নিজের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে চালকের সামনে যাওয়ার কারণে বাড়ির বেগমের দিকে তাকাতে, তার সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে তাদের দ্বিধা ও জড়তা কেটে যায়। ধীরে ধীরে তা ফিতনার দিকে নিয়ে যায়। ড্রাইভারের সাথে বাড়ির বেগমের ফিতনায় জড়ানোর ঘটনা তো আর কম নয়। এসব দেখে বুদ্ধিমান গৃহকর্তার এ বিপজ্জনক বিষয়টি বুঝা দরকার, প্রয়োজন তার শঙ্কিত হবার।

৬. বিভিন্ন ধর্মের লোকদের চাকর-বাকর বা চালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার মাধ্যমে কাফিরদের অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করা হয়। অথচ, মুসলমানগণ এর অধিক উপযুক্ত ও হকদার ছিল। এ ছাড়াও কাফিরদের সাথে ওঠাবসা ও মেলামেশার কারণে মুসলমানদের অনুভূতি দিনদিন ভোঁতা হয়ে যায়। ধীরে ধীরে তাদের অন্তর থেকে 'আল-ওয়ালা ওয়াল বারা'র আকিদা দুর্বল হতে থাকে।

এর সাথে একটি নিকৃষ্ট ছল-চাতুরীর কথা বলছি। পরিচারক-সরবরাহকারী এমন কিছু রিক্রুটিং এজেন্সি আছে, যারা আল্লাহর ভয়ের ধার ধারে না। তাদের শরণাপন্ন হওয়া বাড়ির কর্তাদের বলে যে, তাদের কাছে মুসলিম পরিচারক নেই অথবা এটা না বলে সরাসরি তারা প্রতারণা ও মিথ্যার আশ্রয় নেয়। এরা অমুসলিম কিছু লোককে বিভিন্ন দেশ থেকে রিক্রুট করে। যাদের পাসপোর্টে ইসলামি নাম-ধাম ও পরিচয় থাকে। এরা প্রতারণার ওপর প্রতারণা করে এসব বিধর্মী লোককে মুসলিমদের পরিবারগুলোতে প্রেরণ করে। এসব নাটক শুরু হয় রিক্রুট করা লোকটির স্বদেশ থেকে, সেখানে তাদের ইসলামি কিছু বাক্য শিখিয়ে এখানে পাঠানো হয়। যাতে করে এগুলো বলে বাড়ির কর্তাকে বুঝ দেওয়া যায়।

৭. পরিচারিকার সাথে বাড়ির কর্তার অবৈধ সম্পর্কের ঘটনা ঘটে। বর্তমান অবস্থা অবলোকন করে ভেবে দেখুন, বর্তমানে কত যে তালাক হচ্ছে পরিচারিকার সাথে বাড়ির কর্তার এমন অবৈধ সম্পর্কের কারণে!

- **ব্যভিচারে কত পরিচারিকা গর্ভবতী হচ্ছে, তার কি কোনো হিসেব আছে?**

হাসপাতালে গর্ভপাতকারিণী নারীদের একটা লিস্ট সংগ্রহ করুন। থানাগুলো থেকে পরিচারিকাদের জন্ম দেওয়া জারজ সন্তানদের একটা লিস্ট সংগ্রহ করে দেখুন। এটা কতটা ভয়ংকর আকার ধারণ করেছে, তা অনায়াসে বুঝতে পারবেন। এ অন্যায় কাজের কারণে যে সকল রোগব্যাধি আমাদের সমাজে ছড়াচ্ছে, তা নিয়ে একটু চিন্তা করলেই দেখতে পাবেন যে, আমরা কতটা ভয়ংকর অবস্থার মধ্যে রয়েছি। যার কারণ একটিই, ঘরে পরিচারিকা নিয়োগ দেওয়া। যদি এ সত্যতা আমরা উপলব্ধি করতে পারি, তবে পরিচারক-পরিচারিকা নিয়োগ দেওয়ার কথা কখনো মুখেও আনব না।

এরপর একটু চিন্তা করে দেখুন, এ সকল চাকর-বাকর আর চালকদের মনে ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে কী ধারণা জন্মাচ্ছে? এরা তো নিজ চোখে তাদের মালিকদের অবস্থা দেখছে। এবার নিজেকে নিজে একবার প্রশ্ন করে দেখুন যে, এ সকল লোকের ইসলামে পরিপূর্ণ প্রবেশের ক্ষেত্রে আমরাই কি

বাধা হয়ে দাঁড়াইনি? এটা কি কখনো সম্ভব যে, প্রতারণার মাধ্যমে আসা কাফির চাকর-বাকরগুলো এরপর কখনো ইসলামের সুশীতল ছায়ায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করবে?!

উল্লিখিত কারণগুলোসহ আরও অনেক কারণে কতিপয় আহলে ইলম বর্তমানে এই পদ্ধতিতে সেবক-সেবিকা ও চালক নিয়োগ দেওয়াকে নাজায়িজ বলে মনে করেন। কারণ ইসলামের মূলনীতি হচ্ছে, ফিতনার উৎস বন্ধ করতে হবে। অনিষ্টতা ও অকল্যাণ প্রবেশের সকল পথ বিচ্ছিন্ন করতে হবে। এ বিষয়ে শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-উসাইমিন ﷬ এর ফতওয়াটি দেখা যেতে পারে।

আমরা যেন আল্লাহ তাআলার বাণী, وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا [যখন তোমরা কথা বলবে, তখন সত্য বলবে।[১২]] গ্রহণ করে সঠিক পথ পেতে পারি। আল্লাহর কাছে তাওফিক কামনা করছি।

এখানে আমরা কয়েকটি বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা জরুরি মনে করি :

প্রথমত, আমরা এ বিষয়টি অস্বীকার করব না যে, কতক অমুসলিম পরিচারক ও গাড়িচালক কিছু পরিবারের ইসলামি জীবনযাপনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে। আবার কেউ কেউ নিষ্ঠাপূর্ণ দাওয়াতের কারণে ইসলাম গ্রহণ করছে। (তবে আফসোস হলো, ইসলাম গ্রহণের এই সংখ্যাটি খুবই নগণ্য)।

আমরা এটাও অস্বীকার করব না যে, কতক সেবক-সেবিকা ও গাড়িচালক মুসলিম এবং দ্বীন পালনে একনিষ্ঠ তারা। আবার তাদের কেউ কেউ আমল-আখলাকের দিক থেকে বাড়ির মালিকদের থেকেও ভালো ও উন্নত। আমি এক সেবিকার ব্যাপারেও শুনেছি, যে রান্নাঘরের তাকের ওপর কুরআন রাখেন অবসর সময়ে তিলাওয়াত করবেন বলে। এক চালক তো তার মালিকের আগেই মসজিদে গিয়ে ফজরের সালাত আদায় করেন।

দ্বিতীয়ত, আবার এটাও আমরা অস্বীকার করি না যে, কতক মানুষ রয়েছে, প্রকৃতপক্ষেই যাদের সেবক-সেবিকার প্রয়োজন আছে। তাদের বাড়ি বেশ

---

১২. সুরা আল-আনআম : ১৫২

প্রশস্ত, ছেলে-সন্তান অনেক বেশি, ঘরে বয়স্ক লোক বা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত রোগী রয়েছে। ঘরের অনেক কঠিন কাজ আছে, যা স্ত্রী একা করার সামর্থ্য রাখে না। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন, কয়জন লোক সেবক-চালক নিয়োগ দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের দ্বীনি বিষয়ের প্রতি লক্ষ করে? কয়জন শরয়ি শর্তগুলো মেনে চলে? এ সকল লোকের সংখ্যা কত, যারা নিশ্চিত হয় যে, চালক নিজের সাথে তারই (প্রকৃত) স্ত্রী নিয়ে এসেছে? এমন বাড়ির কর্তাদের সংখ্যাই বা কত, যারা নিজের স্ত্রীদের সাথে চালকের একান্তে দেখা-সাক্ষাৎ প্রতিরোধে দায়িত্ব নিতে পারে? এবং সেবিকাদের সাথে বাড়ির কোনো পুরুষের নির্জনে মিলিত না হওয়ার গ্যারান্টি দিতে পারে? কয়জন আছে এমন, যারা সেবিকাকে পর্দার আদেশ করে, তাকে দেখার ইচ্ছা করে না; যখন বাড়িতে কাজের মেয়েটি ছাড়া অন্য কেউ না থাকে, তখন বাড়ির কর্তা বা পুরুষরা ঘরে প্রবেশ করে না? এবং অমুসলিম সেবক-সেবিকা ও চালক নিয়োগ দেয় না?...

যাদের বাড়িতে চালক ও সেবক-সেবিকা রয়েছে, তাদের সকলেরই এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, শরয়ি প্রয়োজনের কারণেই এখানে তাদের রাখা হয়েছে। এবং শরয়ি শর্তগুলো পালন করেই তাদের এখানে রাখা হবে। এ ক্ষেত্রে ইউসুফ (আ.) এর ঘটনার মধ্যে আমাদের সকলের জন্যই শিক্ষা রয়েছে। এ ঘটনা থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, ঘরে সেবক-সেবিকা ও চালকদের উপস্থিতির কারণে ফিতনা সৃষ্টি হয়। কখনো কখনো খারাবি ও ফিতনাটা শুরু হয় মালিকপক্ষ থেকে। যদিও সেবক-সেবিকার অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকে। ইউসুফ (আ.) এর ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে ইরশাদ হয়েছে :

﴿وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾

‘সে যে স্ত্রীলোকের ঘরে ছিল, সে তার কাছ থেকে অসৎ কাজ কামনা করল এবং দরজাগুলো বন্ধ করে দিল। আর বলল, "এসে পড়ো।" সে (ইউসুফ) বলল, "আল্লাহ রক্ষা করুন; তোমার স্বামী আমার মনিব। তিনি আমাকে সযত্নে থাকতে দিয়েছেন।" নিশ্চয় সীমালঙ্ঘনকারীরা সফল হয় না।'[১৩]

---

১৩. সুরা ইউসুফ : ২৩

যারা পরিচারক-পরিচারিকা রাখা নিজেদের জন্য জরুরি মনে করেন, তাদের জন্য কিছু দিক-নির্দেশনা :

১. বাজার থেকে রেডিমেট প্রস্তুত করা খাবার কিনে আনবেন। কাগজের ওয়ানটাইম পাত্র ব্যবহার করবেন। অনুরূপভাবে গোসলখানা পরিষ্কার, ঘর পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে সাময়িকের জন্য লোক ভাড়া করে আনবেন। শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানোর ক্ষেত্রে কোনো পুরুষের তত্ত্বাবধানে কাজ করিয়ে বিদায় করবেন। একান্ত প্রয়োজনীয় মুহূর্তগুলোতে প্রতিবেশীর নিকট সন্তানের দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে প্রয়োজন শেষ করে বাসায় চলে আসবেন।

২. যদি এর মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব না হয়, তাহলে শরয়ি শর্তগুলো ঠিক রেখে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাজের মেয়ে নেওয়া যেতে পারে। তবে প্রয়োজন শেষ হলে তাকে বিদায় দিতে হবে; যদিও এ ক্ষেত্রেও ফিতনার আশঙ্কা রয়েছে।

৩. সবচেয়ে উত্তম হলো, ঘণ্টা চুক্তিতে পরিচারিকা নিয়োগ দেওয়া। যেমন এক ঘণ্টার মধ্যে সে তার সকল কাজ শেষ করে বাড়ি ত্যাগ করবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করে সময় নির্ধারণ করা যেতে পারে।

৪. বর্তমান সমাজে ঘরে ঘরে এই ফিতনা প্রবল আকার ধারণ করার কারণে বিষয়টি নিয়ে একটু দীর্ঘ আলোচনা করতে হচ্ছে। এ বিষয়টি বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। এ বিষয়ে আমরা আর বেশি আলোচনা করছি না। তবে আলোচনা শেষ করার আগে তাকওয়া বা আল্লাহভীতি নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই।

৫. যারা চাকর-বাকরের দিক থেকে বা অন্য কোনোভাবে ফিতনার সম্মুখীন হচ্ছে, তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং এদের বিদায় করে দেয়।

৬. যারা মনে করে যে, তারা কাজের লোক নিয়োগ দেওয়ার ক্ষেত্রে শরয়ি বিধিবিধান সঠিকভাবে মেনে চলবে এবং মেনে চলতে পারবে, তাদের এ বিষয়টা মনে রাখতে হবে, শুরুতে অনেক বিধান মানা হলেও দিন যত গড়াতে থাকে মানার মাত্রাটা তত শিথিল হতে থাকে। এমন যেন

না হয়, বরং তারা যেন তাকওয়া অবলম্বন করে এবং আল্লাহকে ভয় করে শরয়ি নীতিমালার ওপর অটল থাকে।

৭. জাজিরাতুল আরবে যাদের কাছে কাফির কাজের লোক আছে, তাদের কর্তব্য হলো, এদের উত্তম পদ্ধতিতে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তো ভালো। আর ইসলাম গ্রহণ না করলে তাদের বের করে দেবে। যেখান থেকে এসেছে, সেখানে পাঠিয়ে দেবে।

পরিশেষে, একটি ঘটনা উল্লেখ করে এ বিষয়ে আলোচনার ইতি টানব। ঘরে কাজের লোক রাখার ক্ষতি, কুরআন ও সুন্নাহর নিকট বিচার সমর্পণ, শরিয়তবিরোধী সকল নিয়মনীতি প্রত্যাখ্যান, আহলে ইলমদের নিকট জিজ্ঞাসাকরণ এবং শরয়ি হুদুদ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইসলামি সমাজকে পবিত্র করার গুরুত্ব সম্পর্কে এ ঘটনায় এক বিরাট শিক্ষা রয়েছে।

আবু হুরাইরা ও জাইদ বিন খালিদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তারা বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকট ছিলাম, তখন এক লোক দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব ব্যতীত ফয়সালা করবেন না।' অতঃপর তার প্রতিপক্ষ দাঁড়াল (সে ছিল প্রথম জনের চেয়ে অধিক বুদ্ধিমান) এবং বলল, 'আপনি আমাদের মাঝে কিতাবুল্লাহ অনুযায়ী ফয়সালা করুন। এবং আমাকে অভিযোগের কথা বলার অনুমতি দিন।' রাসুল ﷺ বললেন, 'তুমি বলো।' সে বলল, 'আমার এই ছেলেটি এ লোকের ঘরে কাজ করত। সে এ লোকটির স্ত্রীর সাথে জিনা করেছে। আমি ছেলের মুক্তিপণ হিসেবে একশ বকরি ও একটি গোলাম দিয়েছি। এরপর আমি ইলমধারীদের জিজ্ঞেস করেছি। তারা আমাকে বলেছেন, আমার ছেলের ওপর একশ বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন (কারণ সে অবিবাহিত), আর এ লোকের স্ত্রীর ওপর রজম[১৪] (কারণ সে বিবাহিতা) প্রযোজ্য।' তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন :

---

১৪. পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা।

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، المِائَةُ شَاةٍ وَالخَادِمُ رَدٌّ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا

'সে সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ। আমি তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ীই ফয়সালা করব। একশ ছাগল ও গোলামের বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়। তোমার ছেলের ওপর একশ বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য নির্বাসন। হে উনাইস, সকালে এই লোকের স্ত্রীর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস কোরো, সে স্বীকার করলে তাকে রজম করবে।' অতঃপর সকালে তার কাছে গেলে সে অপরাধ স্বীকার করল, তখন তাকে রজম করা হলো।[১৫]

সতর্কীকরণ :

আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন হলে প্রত্যেক আত্মমর্যাদাবান মুসলিমের নিকটই তা জঘন্য মনে হবে। অনেক পরিবারেই এমন ঘটে থাকে যে, তাদের ঘরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কর্মী বা ঘরের অন্য কোনো কাজের কর্মী আসে। তখন তাদের বাড়ির কোনো কোনো মহিলা ঘুমের পোশাক পরা অবস্থায় থাকে। এসব মহিলা এ পোশাকেও এ লোকদের দেখা দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। এ সকল কর্মচারী কি এমন পুরুষ নয়, যাদের থেকে পর্দা করার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আদেশ করেছেন?!

পরিবারের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টির আরেকটি কারণ হলো, অনেকেই তাদের বালেগা কন্যাদের পড়ানোর জন্য গাইরে মাহরাম পুরুষদের বা বালেগ ছেলেদের পড়ানোর জন্য গাইরে মাহরাম মহিলাদের নিয়োগ দিয়ে থাকে। আশ্চর্য!

আমরা পরিচারক-পরিচারিকা, চালক ও অন্যান্য পেশায় নিয়োগদান যতটুকু পর্যন্ত সম্ভব হয় পরিহার করব। কদাচিৎ যদি কাজের লোকের প্রয়োজন পড়ে, তবে পূর্বে বর্ণিত নির্দেশনার প্রতি খেয়াল রাখব। নিজেদের অটল রাখব তাকওয়ার ওপর।

---

১৫. সহিহুল বুখারি, ফাতহুল বারি : ১২/১৩৬

উপদেশ

‘তোমাদের ঘর থেকে মুখান্নাসদের (মেয়েলি পুরুষ) বের করে দাও।’

সহিহ বুখারিতে بَاب إِخْرَاجِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنْ الْبُيُوتِ ‘মহিলাসদৃশ পুরুষদের বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া’ নামক অধ্যায়ে ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে, ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন :

لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَقَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ قَالَ: فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانًا وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانَةً

‘যে সকল পুরুষ মেয়েলি ভাব ধরে এবং যে সকল মহিলা পুরুষ সাজতে চায়, নবিজি ﷺ তাদের লানত করেছেন। তিনি বলেন, “তোমরা এদের তোমাদের ঘর থেকে বের করে দাও।”’ রাবি বলেন, ‘রাসুলুল্লাহ ﷺ অমুক নারীবেশী পুরুষকে বের করে দিয়েছেন এবং উমর ﷺ অমুক নারীকে বের করে দিয়েছেন।’[১৬]

এরপর ما بنهي من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة বা ‘মেয়েলিসদৃশ পুরুষদের সাধারণ মহিলাদের নিকট প্রবেশ করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞাসংক্রান্ত যে সকল হাদিস বর্ণিত হয়েছে’—অধ্যায়ে উম্মে সালামা ﷺ থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে :

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُخَنَّثٌ فَقَالَ الْمُخَنَّثُ لِأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ إِنْ فَتَحَ اللهُ لَكُمْ الطَّائِفَ غَدًا أَدُلُّكَ عَلَى ابْنَةِ غَيْلَانَ

১৬. সহিহুল বুখারি, ফাতহুল বারি : ৩৩৩/১০

فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَدْخُلَنَّ هٰذَا عَلَيْكُمْ

উম্মে সালামা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ তার নিকটে ছিলেন আর তখন ঘরে একজন মেয়েলি পুরুষও ছিল। সে উম্মে সালামা ﷺ এর ভাই আব্দুল্লাহ বিন আবি উমাইয়া ﷺ কে বলল, "আল্লাহ তাআলা যদি আগামীকাল আপনাদের তায়েফে বিজয় দান করেন, তাহলে আমি আপনাকে গাইলানের মেয়েকে বিবাহ বন্ধনে নেবার পরামর্শ দিচ্ছি। কেননা, সে এতই মেদবহুল যে, যদি সে সম্মুখপানে আসে, তবে তার পেটের সামনের দিকে চার ভাঁজ পড়ে আর যদি পেছনে ফিরে যায়, তো আট ভাঁজ পড়ে।" তখন নবিজি ﷺ বললেন, "সে যেন আর কখনো তোমাদের কাছে না আসে।"'[১৭]

মুখান্নাসের সংজ্ঞা

মুখান্নাস বলা হয় আকার-আকৃতি, কথাবার্তা, চলাফেরাসহ ইত্যাদি দিক থেকে মহিলাদের মতো হওয়া। সে যদি প্রকৃতপক্ষেই এমন হয়, তাহলে তো দোষের কিছু নয়। তবে তার ওপর ওয়াজিব হলো, সে যথাসম্ভব এই ধরনের চালচলন পরিহার করে চলার চেষ্টা করবে। আর যদি কেউ স্বপ্রণোদিত হয়ে মেয়েদের মতো হওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে সে হলো মুখান্নাস; চাই সে অশ্লীল কাজ করুক বা না করুক।

হাদিসে বর্ণিত মুখান্নাস লোকটি (যে খাদিম ছিল) রাসুলুল্লাহ ﷺ এর বিভিন্ন ঘরে প্রবেশ করত। কারণ তাকে পুরুষত্বহীনদের মধ্যে গণ্য করা হতো। অতঃপর রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন দেখলেন যে, সে সূক্ষ্মভাবে মহিলাদের শরীরের বর্ণনা দিচ্ছে। সে এমন এক মহিলার বর্ণনা দিচ্ছে—যে সম্মুখে আসার সময় পেটের সামনের দিকে চার ভাঁজ পড়ে এবং পেছনে ফিরে যাওয়ার সময় তার পেটের পেছনের দিকে আট ভাঁজ পড়ে—তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ

১৭. সহিহুল বুখারি, ফাতহুল বারি : ৯/৩৩৩

তাকে বের করে দেওয়ার আদেশ দিলেন। তাকে নিষেধ করে দিলেন, সে যেন আর কখনো তাঁর স্ত্রীদের কোনো কামরায় প্রবেশ না করে। কারণ, তার থেকে অনেক বড় ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। সে অপরিচিত লোকদের নিকট ঘরের মহিলাদের বর্ণনা দেবে। অথবা সে ঘরের সদস্যদের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টি করবে। ঘরের মেয়েরা তার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, ফলে তাদের মধ্যে ছেলেদের মতো ভাব ধরার প্রবণতা আসতে পারে, অথবা পুরুষরা মহিলাদের মতো হওয়ার প্রবণতা পেয়ে চলার মাঝে নাজুকতা প্রদর্শন, চিকন সুরে কথা বলা কিংবা এর চেয়ে মন্দ কোনো কাজ করতে পারে।

সুতরাং আমরা বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে পরস্পরকে একটু প্রশ্ন করে দেখি যে, এখন তো এ সকল পরিচারক-পরিচারিকার মধ্যে নারীসদৃশ পুরুষ ও পুরুষসদৃশ নারী রয়েছে, যারা বিপরীত লিঙ্গের বেশ ধারণ করেছে। বিশেষভাবে মুসলিমদের ঘরে বিধর্মী পরিচারক-পরিচারিকাদের ক্ষেত্রে, আমাদের ছেলে সন্তানদের ওপর যাদের খারাপ ও ভয়ংকর প্রভাব সম্পর্কে আমরা নিশ্চিতই অবগত আছি। বরং এখন তো যুবকদের মধ্য থেকে তৃতীয় আরেক প্রকার লিঙ্গ পরিচয়দানকারী বের হয়ে গেছে। যারা মহিলাদের পোশাক পরিধান করে, তাদের মতো সাজসজ্জা করে, নিজেরা পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও তৃতীয় লিঙ্গের পরিচয় দেয়। এর চেয়ে বড় বিপদ ও কঠিন বিপর্যয় এই উম্মাহর জন্য আর কী হতে পারে, যে উম্মাহর ব্যাপারে আশা করা হয় যে, এ উম্মাহ জিহাদের উম্মাহ হবে?!

এখানে এই প্রকারের মানুষের প্রতি রাসুলুল্লাহ ﷺ এর প্রতিরোধ এবং সাহাবায়ে কিরাম ؓ এর আত্মমর্যাদাবোধ সম্পর্কে আরও কিছু জানতে চাইলে এই হাদিস নিয়ে একটু চিন্তা করুন :

আবু হুরাইরা ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِمُخَنَّثٍ قَدْ خَضَبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ؟ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ، فَأَمَرَ بِهِ فَنَفَاهُ إِلَى النَّقِيعِ، فَقِيلَ: أَلَا تَقْتُلُهُ؟ فَقَالَ: إِنِّي نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ

'নবিজি ﷺ এর নিকট এক মুখান্নাসকে নিয়ে আসা হলো। সে মহিলাদের মতো তার হাতে-পায়ে মেহেদি দিয়ে রঙিন করে রেখেছিল। বলা হলো, "হে আল্লাহর রাসুল, এই লোকটি মহিলাদের সাথে সাদৃশ্যতা অবলম্বন করে চলে।" রাসুল ﷺ তাকে নাকি' নামক স্থানের দিকে বের করে দিলেন।[১৮] বলা হলো, "আপনি কি তাকে হত্যা করবেন না?" তিনি বললেন, "যারা সালাত আদায় করে, তাদের হত্যার ব্যাপারে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে।"[১৯]
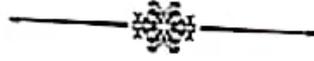
১৮. তাকে শাস্তিস্বরূপ একাকী ও জনমানবহীন একটি জায়গাতে পাঠিয়ে দিলেন, যাতে তার থেকে অন্যদের রক্ষা করা যায়।

১৯. সুনানু আবি দাউদ : ৪৯২৮, সহিহুল জামি' : ২৫০২

উপদেশ

টেলিভিশন, কম্পিউটার, ল্যাপটপ ইত্যাদির ভয়াবহ ক্ষতি থেকে সাবধান থাকুন।

বর্তমানে খুব কম ঘরই মনিটরজাতীয় সামগ্রী থেকে মুক্ত আছে। এই সামগ্রীগুলো যত কম ব্যবহার করা যায়, ততই ভালো। বিশেষ করে, ফিল্ম দেখার যন্ত্রগুলো তো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক। অল্প সময়ের মধ্যে এই সামগ্রীগুলো মুসলমানদের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাওয়ার কারণে ফিল্ম কেনা ও রদবদল করার বিষয়টি ব্যাপক প্রসারিত হয়ে গেছে। বলা যায় এসব নিয়ন্ত্রণে আনা এখন প্রায় অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ সকল সামগ্রী দেখার ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক ফলাফল নিয়ে সামনে আলোচনা থাকবে। আশা করি, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় এবং বাঁচতে চায় তাঁর ক্রোধ থেকে, তারা এ সকল ক্ষতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এই সামগ্রীগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করবে এবং সঠিক পথে ফিরে আসবে।

আকিদাগত ক্ষতি

১. ফিল্ম বা বিভিন্ন মুভির মাধ্যমে কুফর ও বিভিন্ন বাতিল ধর্মগুলোর নিদর্শন প্রকাশ করা হয়। যেমন : ক্রুশ, বুদ্ধমূর্তি, বিভিন্ন মন্দির-গির্জার ছবি; আবার ভালোবাসা, কল্যাণ-অকল্যাণ, আলো-অন্ধকার, সুখ-দুঃখ, খরা-বৃষ্টি ইত্যাদির কাল্পনিক দেবতাদের ছবি ও প্রতিকৃতি। অনুরূপভাবে কুফরি ধর্ম প্রচারণামূলক ফিল্মগুলো খ্রিষ্টান ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাতে দীক্ষিত হবার বিষয়কে ত্বরান্বিত করার প্রক্রিয়া তো আছেই।

২. জীবিতকে মৃত্যু দান করা ও মৃতকে জীবন দান করার ক্ষেত্রে কোনো কোনো মানুষের শক্তিকে আল্লাহর কুদরতের সমকক্ষ হিসেবে প্রকাশ করা হয়। যেমন ফিল্ম বা মুভিতে বিশেষ কোনো ব্যক্তি ক্রুশ অথবা জাদুর লাঠির সাহায্যে মৃতকে জীবিত করছে, এমন দৃশ্য দেখানো হয়।

৩. মিথ্যা, কল্পকাহিনী, কুসংস্কার, জাদু, ভেলকি, ভবিষ্যদ্বাণী করা, ভাগ্য গণনা করা, তাওহিদের সাথে সাংঘর্ষিক ইত্যাদি বিষয়ের প্রসার করা হয়।

৪. দর্শকদের অন্তর ও অনুভূতিকে প্রভাবিত করে বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিদের প্রতি সম্মান-ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তোলা হয়। ফিল্মের মাধ্যমে ফাদার, পাদরি, যাজক ও নানকদের মহান ও অতিমানব হিসেবে তুলে ধরা হয়। দেখানো হয় যে, এরা রোগীদের সুস্থ করছে, উত্তম উত্তম কাজ করছে!

৫. বিভিন্ন সিনেমা-মুভির মধ্যে গাইরুল্লাহর নামে কসম করা হয়। ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয় আল্লাহর নাম নিয়ে। যেমন : একজনকে একবার আব্দুল কিসাহ নামে একটি ভূমিকা দেওয়া হয়েছিল।

৬. আল্লাহর কুদরত ও সৃষ্টি-ক্ষমতার প্রতি সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করা হয়। কারও জীবনকে এমনভাবে চিত্রায়িত করা হয় যে, যেন আল্লাহ ও সে মানুষের মধ্যে একটা যুদ্ধ চলছে।

৭. আল্লাহর শত্রুদের সাথে বারাআতের (সম্পর্কহীনতার) অনুভূতিকে দর্শকদের অন্তর থেকে বের করে ফেলে কাফির ও তাদের সমাজকে মহান করে ফুটিয়ে তোলা হয়। ফলে যে সকল মুসলিম এসব দেখে, তারা মুগ্ধ হয়ে পড়ে কাফির ও তাদের সমাজের প্রতি। ভেঙে যায় মুসলিম ও কাফিরদের মধ্যকার ব্যক্তিত্ব পার্থক্যের দেয়াল। আর যখন কোনো মুসলিমের অন্তর থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ঘৃণা, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শত্রুতা করার অনুভূতি শূন্য হয়ে পড়ে, তখন সেখানে কাফির ও কুফরি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার স্থান দখল করে নেয়; চলতে থাকে তাদের মতো হওয়ার শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ।

সামাজিক অবক্ষয়

১. দর্শক সিনেমা-মুভিতে নায়কের চরিত্রে অভিনয়কারী কাফির-মুশরিকদের ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়। কারণ সেখানে এদের দেখানো হয় বীর ও দয়াবান হিসেবে।

২. চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, মারামারি, হত্যার দৃশ্যের মাধ্যমে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হয় অপরাধের প্রতি।

৩. এসব ফিল্ম-মুভি বিশেষ ধরনের মানববৈকল্যের সৃষ্টি করে; যার ফলে মানুষ সীমালঙ্ঘন ও অপরাধ করতে দ্বিধা করে না। বালক অপরাধী ও সাধারণ বন্দী সংশোধন সংস্থা তাদের ওপর ফিল্ম ও মুভির প্রভাব থাকার সাক্ষ্য দিয়েছে।

৪. সাধারণ মানুষ চুরি, প্রতারণা, ছিনতাই, জালিয়াতি ও ঘুষগ্রহণ ইত্যাদি অপরাধ কর্মকাণ্ডের শিক্ষা পায়।

৫. পুরুষদেরকে মহিলাদের মতো সাজতে এবং মহিলাদের পুরুষের বেশধারণের প্রতি উৎসাহিত করা হয়। আর এটা তো রাসুলুল্লাহ ﷺ এর হাদিসের স্পষ্ট বিরোধী। যারা এমন করে রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের লানত করেছেন। কতক লোক চালচলন, কথাবার্তা ও পোশাক-আশাকে নারীর অনুসরণ করে, মহিলার মতো সাজতে পরচুলা পরে, অলংকার পরে, নেইল পালিশ লাগায় এবং সাজসজ্জার জন্য মহিলাদের বিভিন্ন সামগ্রী ব্যবহার করে। এবং কতক মহিলা ভাড়া করা দাড়ি-গোঁফ লাগায়, গলার স্বর মোটা করে কথা বলে—এর মাধ্যমে সমাজে তারল্য ও উদাসীনতা ছড়ায়। তৃতীয় আরেক লিঙ্গের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

৬. ফিল্ম ও মুভির প্রভাবে পড়ে মানুষ রাসুল ﷺ, সাহাবায়ে কিরাম رضي الله عنهم, কোনো আলিম বা মুজাহিদকে নিজের আদর্শ না বানিয়ে, আদর্শ বানায় কোনো সস্তা নায়ক, গায়ক, নর্তক কিংবা খেলোয়াড়কে।

৭. যারা এসব দেখে তাদের পরিবারের দায়িত্ব পালনের অনুভূতি নষ্ট হয়ে যায়। পরিবারের প্রয়োজনীয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি তারা যত্নশীল থাকে না। অসুস্থ মা-বাবার ঠিকমতো খেয়াল করে না। বাবা ফিল্ম দেখছে তো ছেলে এসে বাবাকে ডাকছে, তখন মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটায় বাবা ছেলেকে বেদম প্রহার করে বসে; আবার সে ফিল্মের মধ্যেই ডুবে থাকে।

৮. বাবা-মায়েরা ছেলে-মেয়েদের এগুলো ছাড়তে বললে তারা বিদ্রোহ করে ওঠে। যখন কেউ এসব পণ্য কেনার জন্য তার বাবার কাছে টাকা-পয়সা চায়, তখন তার বাবা সত্যটা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু ছেলে তো এসবে বুঁদ হয়ে আছে, তাকে এসব ধরে কোথায়! সে উল্টো পিতাকে তার পাওনাটা তাকে দিয়ে দিতে বলে। অথচ রাসুল ﷺ বলেছেন :

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

'তুমি ও তোমার সম্পদ—উভয়ই তোমার বাবার অধিকারে।'[২০]

৯. লোকেরা ফিল্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে পারিবারিক সাক্ষাৎগুলোর প্রতি নির্লিপ্ত ও নিরুৎসাহিত হয়ে যায়। ফলে আত্মীয়তার বন্ধন প্রায় ছিন্ন হয়ে পড়ে। আর যদি আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়াও হয়; তবে তাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা খুব কমই হয়। পরস্পরের সমস্যা নিয়ে আলোচনার পরিবর্তে টিভিপর্দার সামনে চুপচাপ বসে থাকা বেশি পছন্দ করে তারা।

১০. মেহমানের সম্মান ও তাদের মর্যাদা দেওয়ার ক্ষেত্রে নির্লিপ্ত হয়ে যায় এসব লোকেরা।

১১. এ সকল সামগ্রীর মাধ্যমে সময় নষ্ট করে করে মানুষ অলস-অকর্মণ্য ও কাজকর্মে অক্ষম হয়ে পড়ে।

১২. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। তারা একে অপরকে ঘৃণার চোখে দেখে। পরস্পরের মধ্যে সৃষ্টি হয় অন্যায় আত্মমর্যাদাবোধ। স্বামী টিভিপর্দায় নারীর রূপ-যৌবনের বিভিন্ন পরিস্ফুটন দেখে আর স্ত্রীর নিকট সে নারীর রূপ বর্ণনা করতে থাকে। আর স্ত্রী বেতার শুনে রেডিও জকির কণ্ঠে মুগ্ধ হয়, ফিল্ম দেখে অভিভূত হয় অভিনেতার গুণে; আর এসবই সে স্বামীর কাছে বলতে থাকে।

১৩. ফিল্মের মধ্যে অবাধ মেলামেশা বারবার দেখার কারণে তার মন থেকে প্রশংসনীয় আত্মমর্যাদাবোধ উঠে যায়। তখন অন্যের সামনে

---

২০. সুনানু আবি দাউদ : ৩৫৩০

সে নিজের স্ত্রীর রূপ-লাবণ্য প্রকাশেও দ্বিধা করে না। তার মেয়ে ও বোনেরা একাকী দূরে কোথাও সফর করতে গেলে তার সম্মানহানি হয় কি না, এ ব্যাপারেও সে একেবারেই যেন অজ্ঞ থাকে। ধীরে ধীরে সে কথিত নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী হয়ে ওঠে।

চারিত্রিক অবক্ষয়

১. পুরুষ নারীদের দেখে, আর নারী পুরুষদের দেখে। ফলে তাদের মধ্যে হুড়হুড় করে বাড়তে থাকে জৈবিক উত্তেজনা।

২. মানুষ বিভিন্ন অশ্লীল ও নোংরা পোশাক পরিধানে অভ্যস্ত হতে উদ্বুদ্ধ হয়। পর্দাহীনতা ও শরীর প্রদর্শনকে তারা মনে করতে থাকে মামুলি ব্যাপার।

৩. নারী-পুরুষ হারামভাবে একে অপরের সাথে সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব স্থাপনের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়। তাদের সাথে পরিচয় কীভাবে হবে, প্রথম কথা কীভাবে বলবে, কীভাবে বিস্তৃত করবে সম্পর্কের ডালপালা, প্রেম-ভালাবাসা ও উত্তেজনাপূর্ণ কথায় কীভাবে মতবিনিময় করতে হবে, একে অপরের হাত কীভাবে ধরতে হবে ইত্যাদির ভরপুর শিক্ষা তারা এসব ফিল্মের মাধ্যমে পায়।

৪. ফিল্মের মধ্যে জিনা-ধর্ষণের দৃশ্য দেখার ফলে মানুষ অবাধ ও হারাম যৌন মিলনকে হালকা মনে করতে থাকে। নাউজুবিল্লাহ। এমনকি কেউ কেউ তো তার মাহরামদের সাথে ফিল্মে দেখানো দৃশ্যের বাস্তবায়ন ঘটায়। আবার অনেকে এ সকল ফিল্ম চলাকালে বিভিন্ন নোংরা ও কুৎসিত অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

৫. মেয়েরা বিভিন্ন নাচের প্রতি আকৃষ্ট হয়। যাতে তাদের শরীরের অনেক অংশই প্রকাশ পায়। এসব পুরুষদের উত্তেজিত করে তোলে অনায়াসে। এসবেই নাকি শান্তি আর মুক্তি!

৬. বিভিন্ন কমেডি ও কৌতুকের মুভি দেখে নিজে রসিক হওয়ার চেষ্টা করে। এভাবে নিজের দৃঢ়তা ও ভারত্ব হারিয়ে বসে। খুব বেশি পরিমাণে হাসার কারণে অন্তরের মৃত্যু ঘটে।

৭. ফিল্মের মধ্যে অশ্লীল ও খারাপ কথা ব্যবহার হওয়ার কারণে মানুষের মধ্যে এগুলোর প্রচার-প্রসার ঘটে।

ইবাদতের ওপর বিরূপ প্রভাব

১. ফিল্ম ইত্যাদিতে আসক্ত হওয়ার কারণে অনেকের সালাত ছুটে যায়। বিশেষ করে, রাত জেগে বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখার কারণে ফজরের সালাতে তো তাদের কখনো মসজিদে দেখা যায় না।

২. বিভিন্ন সিরিয়াল, ফিল্ম, টুর্নামেন্ট দেখার কারণে মসজিদে গিয়ে জামাআতের সাথে সালাত আদায় তো দূরের কথা সঠিক সময়েও সালাত আদায় করা হয় না।

৩. কারও কারও মধ্যে ইসলামের কোনো কোনো শিআরের (নিদর্শনের) প্রতি অল্প অল্প করে ঘৃণা জন্মাতে থাকে; যেমন কারও কারও ক্ষেত্রে এমন ঘটেছে যে, ম্যাচ চলছে। চরম উত্তেজনাকর মুহূর্ত। কিন্তু তখনই নামাজ আদায়ের জন্য টিভি বন্ধ করে দেওয়া হলো। যার কারণে তার মনে নামাজের প্রতি বিরূপভাব চলে এল। নাউজুবিল্লাহ।

৪. যারা এসবে আসক্ত, তারা তো রমজানেও এগুলো দেখা জারি রাখে। ফলে এসব হারাম জিনিস দেখার কারণে তাদের সিয়ামের সাওয়াব কমে যায়। আবার কারও কারও তো পুরো সিয়ামটাই শেষ হয়ে যায়।

৫. পর্দার বিধান, একাধিক বিয়ের বিধানসহ শরিয়তের বিভিন্ন হুকুম-আহকামের ওপর অনবরত আঘাত করে এসব মুভি-সিনেমা। ফলে পর্দার ফরজ বিধান, একাধিক বিয়ে জায়িজ হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর নির্ধারণের ওপর ফিল্ম-আসক্ত এসব ব্যক্তিরা বিরূপভাবাপন্ন হয়।

ইতিহাসের বিকৃতি সাধন

১. ইতিহাসনির্ভর সিনেমাগুলোতে ইসলামি ইতিহাস বিকৃতি, প্রকৃত ঘটনাকে আড়াল এবং মুসলমানদের অবস্থান ও অবদানকে খাটো করে প্রকাশ করা হয়।

২. মুসলমানদের জালিম ও নিজেদের মাজলুম হিসেবে প্রকাশ করে স্পষ্ট ও ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত ইতিহাসের বিকৃতি ঘটায় এসব কাফির বা কাফির-অধীন মানসিক গোলামরা। ফিল্মগুলোতে ইহুদিদের প্রকাশ করা হয় ন্যায় ও ইনসাফের প্রতীক হিসেবে।

৩. মহান মুসলিম বীর ও সিংহপুরুষদের চরিত্রকে অবমাননাকর অবস্থায় দর্শকদের সামনে নিয়ে আসা হয়। কোনো কোনো মুভি নির্মিত হয় সাহাবায়ে কিরাম ও ইসলামের বিজয়ী সেনাপতিদের নিয়ে। কিন্তু সেখানে এ মহান পুরুষদের সাধারণ মর্যাদাহীন ও গতানুগতিক লোকের মতো করেই পেশ করা হয়। এ ছাড়াও এ ধরনের মুভিগুলোতে যৌন উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্যগুলোকে তাদের জীবনের সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়। ফলে সাধারণ মানুষদের মনে তা বিরূপ প্রভাব ফেলে।

৪. মুসলমানদের পরাজিত মানসিকতার জাঁতাকলে পিষ্ট করা ও তাদের অন্তরে ভয়-ভীতি ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় এসব সিনেমায়। কারণ, এ সকল মুভিতে কাফিরদের অত্যাধুনিক বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র প্রদর্শন করা হয় এবং মুসলমানদের মনে এই ধারণা দেওয়া হয় যে, মুসলমানরা কখনো এই জাতিকে পরাজিত করতে পারবে না।

আত্মিক অবক্ষয়

১. বিভিন্ন যুদ্ধ ও অ্যাকশন মুভির খুনোখুনি, রক্তপাত, গোলাগুলি বা শক্তিশালী আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারের দৃশ্য দেখার ফলে অন্তর শক্ত হয়ে যায়। মনে কারও জন্য দয়ামায়া থাকে না। এবং এক ধরনের আগ্রাসী মনোভাব তৈরি হয়ে যায়। ফলে তার স্বভাব পরিণত হয় আগ্রাসী ও শত্রুভাবাপন্ন স্বভাবে।

২. যারা হরর মুভি দেখে, তাদের অন্তরে এক ধরনের ভয় বাসা বাঁধে। এমনকি তাদের কেউ কেউ ঘুমের মধ্যে ভয়ংকর স্বপ্ন দেখে আঁতকে উঠে চিৎকার করতে থাকে।

৩. এসব মুভিতে বাস্তবতা বহির্ভূত বিভিন্ন দৃশ্য দেখে শিশুসহ লোকেরা অবাস্তব মন নিয়ে বেড়ে উঠতে থাকে। যেমন শিশুরা বিভিন্ন কার্টুনে

এমন দৃশ্য ও গল্প দেখে, যার সাথে বাস্তবতার কোনো মিলই নেই। ফলে এসব অবাস্তব দৃশ্য ও গল্প তাদের বাস্তবিক জীবনে বিরূপ প্রভাব ফেলে।

স্বাস্থ্যগত ক্ষতি

১. সিনেমা, ফিল্ম দেখতে দেখতে সিনেমায় আসক্তদের দৃষ্টিশক্তি বিকল হয়ে পড়ে। দৃষ্টিশক্তি আল্লাহর অনেক বড় একটি নিয়ামত। এ সম্পর্কে কিয়ামতের দিন বান্দাকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

২. ভয় ও খুনোখুনির ফিল্ম দেখার কারণে মানুষের হার্ডবিট প্রবল হয়ে পড়ে। উচ্চ রক্তচাপ ও উচ্চ স্নায়বিক উত্তেজনাজনিত রোগ দেখা দেয়।

৩. ক্ষতিকর কাজে রাত জাগরণ শারীরিক শান্তি ও শরীরের সুস্থতা বিনষ্টের কারণ। আর এ কারণে কিয়ামতের দিন তাকে জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হতে হবে যে, কী কাজে সে তার স্বাস্থ্য ক্ষয় করেছে?

৪. শিশুরা শারীরিকভাবে অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হয়, যখন তারা সুপার ম্যান, আইরন ম্যান বা এমন অন্যদের অনুকরণ করতে চেষ্টা করে। আর বড়রা যখন বিভিন্ন বক্সার বা ক্যারাটে অভিনেতাদের অনুকরণ করে, তখন তারা শারীরিক বিভিন্ন ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

আর্থিক ক্ষতি

ফিল্ম-সিনেমাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ডিভাইস নষ্ট হয়ে গেলে আবার এগুলো ঠিক করতে, এগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে পরিষ্কার রাখার ক্ষেত্রে মোটা অঙ্কের টাকা খরচ হয়। অথচ অর্থ-সম্পদের ব্যাপারে সে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হবে যে, সে তার মাল কোন খাতে খরচ করেছে? বর্তমানে মানুষ ব্যতিব্যস্ত হয়ে অপ্রয়োজনীয় বিলাসদ্রব্যাদি কেনে। আর মহিলারা টিভির পর্দায় বিজ্ঞাপনে যে সকল পোশাক বা মেকাপ দেখে, সেগুলো কেনার জন্য রীতিমতো প্রতিযোগিতা শুরু করে দেয়। এভাবে সত্য ও ন্যায়ের পথে ব্যয় না হওয়া ধন-সম্পদ কাফির ও তাদের গোলামদের হাতে চলে যায়।

মোবাইলের ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে আপনার পরিবারকে বাঁচান।

মোবাইল, টেলিফোন ইত্যাদি উপকারী আবিষ্কার। এ যুগের একটি অতি প্রয়োজনীয় জিনিস। এটি সময় বাঁচায়। অধিক সফরের কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে দেয়। এবং একই সাথে সবদিকের খোঁজখবর রাখা যায়। টেলিফোনের মাধ্যমে অনেক ভালো কাজ সম্পাদন করা যায়। কাউকে ফজরের নামাজের জন্য জাগিয়ে দেওয়া, আলিমদের নিকট শরয়ি মাসআলা-মাসায়িল ও ফতওয়া জিজ্ঞেস করা, আলিমদের সাথে যোগাযোগ করে সাক্ষাতের সময় নির্ধারণ করা, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক অটুট রাখা এবং মুসলমানদের নসিহত করার মতো ইত্যাদি ভালো কাজ মোবাইলে খুব সহজেই সম্পাদন করা যায়।

পক্ষান্তরে এর মাধ্যমে অনেক অকল্যাণ ও ক্ষতিকর প্রভাবও পড়তে পারে আমাদের জীবনে। এই মোবাইলের কারণে কত মানুষের ঘর যে ভেঙেছে! কত ঘর যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলায় পর্যবসিত হয়েছে! এ মোবাইল কত ঘরে যে অপমান আর লাঞ্ছনা টেনে এনেছে—তার কি কোনো হিসেব আছে?! এর ব্যবহার খুব সহজ হওয়ার কারণে বিপদের আশঙ্কাটাও বেশি। খুব সহজে অল্প সময়ের মধ্যে বাইরের বিষয়গুলো বাড়িতে টেনে আনার মাধ্যম হলো এ মোবাইল; চাই তা ভালো হোক বা মন্দ।

ক্ষতিকর কাজে মোবাইল-ফোন ব্যবহারের কিছু নমুনা

১. মোবাইল-টেলিফোনের মাধ্যমে সবখানে ক্ষতিকর প্রতিকূলতা সৃষ্টি হয়।

২. ঘরের মেয়েদের অপরিচিত গাইরে মাহরাম পুরুষের সাথে পরিচয় ঘটে। ধীরে ধীরে তাদের সম্পর্কের ডালপালা ছড়াতে থাকে। আমাকে এক যুবক (আল্লাহ তাআলা তাকে তাওবার মাধ্যমে হিদায়াত দিয়েছেন।) বলেছে, 'এমন যুবক-যুবতি খুব কমই আছে, মোবাইল
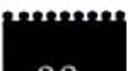
বা টেলিফোনের মাধ্যমে যাদের সম্পর্ক হয়েছে অথচ পরে তারা এক সাথে বাইরে যায়নি। তাদের মধ্যে যে কত নিকৃষ্ট পর্যায়ের অশ্লীলতা ও খারাবি ঘটে, তা একমাত্র আল্লাহ তাআলা-ই ভালো জানেন।'

৩. দুষ্ট ও খারাপ প্রকৃতির কিছু লোক হিংসাবশত, অনিষ্টতার উদ্দেশ্যে মোবাইলের মাধ্যমে স্বামীকে স্ত্রীর বিরুদ্ধে এবং স্ত্রীকে স্বামীর বিরুদ্ধে উসকে দেয়। বাবাকে ক্ষেপিয়ে তোলে ছেলে-মেয়েদের বিরুদ্ধে। বা ছেলে-মেয়েদের ক্ষেপিয়ে তোলে বাবার বিরুদ্ধে। সবই এসব চুগলখোর ও মন্দ প্রকৃতির লোকদের সাথে কথা বলার ফসল।

৪. একেবারে তুচ্ছ ও মূল্যহীন কথা নিয়ে বিস্তর সময় নষ্ট হয় এ মোবাইলের কারণে। যার কারণে অন্তর শক্ত হয়ে যায়, গাফিল হয়ে যায় আল্লাহর জিকির থেকে। বিশেষ করে, মেয়েদের মধ্যে এ প্রভাবটা বেশি পড়ে। কারণ মহিলারা যদি কথা না বলতে পারে, তবে যেন তাদের প্রাণ যায় যায় অবস্থা।

মোবাইল ও টেলিফোনের ক্ষতি থেকে বাঁচার উপায়

১. মোবাইলের অপব্যবহারকারীকে ধারাবাহিকভাবে সর্তক করে যেতে হবে এবং নসিহতের সাথে এগোতে হবে।

২. হিকমতের সাথে এগুলোর ব্যবহার থেকে বাধা প্রদান করতে হবে।

৩. আর মন্দ প্রকৃতির লোকদের অনিষ্টতা থেকে বাঁচার উপায় হলো, যখন আমাদের কাছে অপরিচিত কারও সাথে কথা বলার সংবাদ আসবে, তখন আমরা বিষয়টি আল্লাহর কিতাবের কাছে সোপর্দ করব এবং আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়ন করব। আমরা এ আয়াতের ওপর আমল করব, যেখানে আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ﴾

'হে মুমিনগণ, যদি কোনো ফাসিক তোমাদের নিকট কোনো বার্তা নিয়ে আসে, তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে।'[২১]

৪. সঠিক ইসলামি শিক্ষাই পারে বাড়ির কর্তা বা দায়িত্বশীলের অনুপস্থিতিতে এগুলোর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে। তাই পরিবারের সদস্যদের ইলমের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে হবে, দ্বীনি কিতাব পড়ার অভ্যাস গঠন করতে হবে।

৫. যখন মোবাইল ব্যবহারে উপকারের চেয়ে ক্ষতি বেশি হবে, তখন এ থেকে পৃথক হওয়াই হলো সর্বশেষ ও চূড়ান্ত চিকিৎসা।

---

২১. সুরা আল-হুজুরাত : ০৬
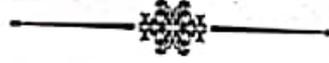
উপদেশ

কাফির-মুশরিকদের ধর্মীয় প্রতীক, তাদের উপাস্য, দেব-দেবীসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন চিহ্ন ঘর থেকে অপসারণ করুন।

আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَّا نَقَضَهُ

'ঘরে যেই জিনিসের মধ্যেই কোনো ক্রুশের চিহ্নসদৃশ আলামত থাকত, নবিজি ﷺ তা ভেঙে ফেলতেন।'[২২]

এই জমানায় আমরা অনেক বড় একটি পরীক্ষার মধ্যে রয়েছি। বর্তমানে কাফির-মুশরিকদের দেশ থেকে তাদের তৈরিকৃত বিভিন্ন জিনিসপত্র আমাদের দেশে আমদানি হয়। যেগুলোতে তাদের উপাস্য বা ধর্মীয় প্রতীকের ছবি অঙ্কিত থাকে। বিভিন্ন আকৃতিতে ক্রুশ চিহ্ন, যিশু, মেরির কাল্পনিক ছবি; অনুরূপভাবে গির্জার ছবি, দেব-দেবীর মূর্তি, গৌতম বুদ্ধের মূর্তি; আবার গ্রিকদের উপাস্যকে প্রেম-ভালোবাসার দেবতার প্রতিমা বলে আমদানি করা হয়। এভাবে কল্যাণ-অকল্যাণের দেবতার প্রতিমা থেকে শুরু করে নানান ধরনের শিরকি ছবি, মূর্তি, প্রতিমা আমাদের ঘরে প্রবেশ করে।

কোনো তাওহিদবাদী মুসলিমের ঘরে কোনোভাবেই শিরকের প্রতীক থাকতে পারে না। বরং একজন মুসলিম তো শিরককে তার মূলসহ উপড়ে ফেলবে। আর এ কারণেই তো রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজ ঘরে যখন কোনো ক্রুশের চিহ্ন দেখতেন, সাথে সাথে তিনি তা ভেঙে ফেলতেন।

এখানে ভাঙা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সেগুলো অপসারণ করা। যদি অঙ্কিত ছবি হয়, তাহলে মুছে ফেলে তা অপসারণ করতে হবে। আর যদি নকশিকৃত থাকে, তবে নকশাটা তুলে ফেলতে হবে। আর যদি কোনো

২২. সহিহুল বুখারি, ফাতহুল বারি : ১০/৩৮৫

স্টিকারের মাধ্যমে হয়, তাহলে স্টিকার উঠিয়ে ফেলার মাধ্যমে সমাধান হয়ে যাবে। আর যদি খোদাই করার মাধ্যমে হয়, তাহলে ঘষে বা অন্য কোনোভাবে তার চিহ্ন মুছে ফেললেই হবে। মোট কথা যেভাবেই চিহ্নটা দূর করা যাবে, সেভাবে করে একে মূলোৎপাটিত করতে হবে এবং পুরোপুরি দূর করতে হবে।

এখন কেউ কেউ এটাকে বাড়াবাড়ি বলতে পারে। কিন্তু এটা দ্বীনের ক্ষেত্রে غلو বা বাড়াবাড়ি নয়। কারণ যিনি আমাদের দ্বীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন, খোদ তিনিই (ﷺ) আমাদের এটি করে দেখিয়েছেন, তাঁর থেকেই আমরা এ আদর্শ পেয়েছি। তিনি আমাদের নির্দেশনা দিয়ে গেছেন, কোথায় কী করতে হবে, কোথায় কোন কর্ম যথার্থ হবে।

এ কারণে সকলের উচিত যখন ঘরের জন্য পাত্র, চাদর, পর্দা বা অন্য কোনো আসবাবপত্র কিনবে, তখন ভালোভাবে খেয়াল করে কিনবে যে, তার মধ্যে তাওহিদবিরোধী বিধর্মীদের কোনো প্রতীক আছে কি না? যদি থেকে থাকে, তাহলে সেগুলো পরিহার করে চলবে। এ ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা হলো, তার মধ্যে যদি শিরকের চিহ্ন বা কোনো আলামত না থাকে, তাহলে এতে থাকা নকশা মিটানো ওয়াজিব নয়।

উপদেশ

ঘর থেকে প্রাণীর ছবি অপসারণ করুন।

অনেক মানুষই তাদের ঘর সাজাতে দেয়ালে বিভিন্ন ছবি ও চিত্র ঝুলায়। ঘরের কোণে তাকের ওপর বিভিন্ন পশুপাখি, এমনকি মানুষের মূর্তি বসায়। ঝুলানো চিত্রগুলোর কোনোটি আছে জড় বস্তু, আবার কোনোটি জীব; জীব, যেমন : মানুষ ও পশুপাখি ইত্যাদি।

এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের কথা স্পষ্ট যে, প্রাণীর স্থির চিত্র হারাম; চাই সেটা খোদাই করা হোক বা আঁকা কিংবা অন্য কোনো মাধ্যমে হোক। যেখানে ছবি স্থির থাকে না, তা যেমন : আয়না বা পানির ওপরের ক্ষণিকের ভাসমান ছবি। হাদিসে ছবি অঙ্কনকারীদের লানত করা হয়েছে। এবং বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন তাদের এ অসাধ্য কাজ সাধন করতে বলা হবে। তাদের অঙ্কিত ছবির মধ্যে রুহ ফুঁকতে বলা হবে। যারা ছবি অঙ্কন করবে, তাদের সকলের জন্যই এমন বিপদঘন মুহূর্তটি অবধারিত। তবে যা একান্ত প্রয়োজনের কারণে করা হয় তার হুকুম ভিন্ন। যেমন, কারও ব্যক্তিগত পরিচয় শনাক্ত করার ক্ষেত্রে, কোনো অপরাধীকে ধরার জন্য তার স্থির চিত্র করা হারাম নয়।

দেয়ালে প্রাণীর ছবি ঝুলানো তো হারামই, দ্বিতীয়ত এ ছবি ঝুলানোর মধ্যে আরও একটি গুনাহ রয়েছে—এই ছবির মাধ্যমে ছবিওয়ালাকে এক ধরনের সম্মান করা হয়। এবং কখনো কখনো এটা মানুষকে শিরকে পতিত করে ছাড়ে। যেমনটি হয়েছিল নুহ ﷺ এর সম্প্রদায়ের। ছবি টানানোর সর্বনিম্ন ক্ষতি হলো, এটি মানুষের মধ্যে দুঃখ-বেদনা জাগিয়ে তোলে। অথবা তার বাপ-দাদার কৃতকর্মে অন্তরে গর্ব-অহংকার সৃষ্টি করে। এমন লোকেরা যেন না বলে যে, ছবি রাখলে ক্ষতি কী? আমরা তো আর ছবিকে সিজদা করছি না। তাদের উদ্দেশে বলছি, যারা নিজেদের ঘরকে ফেরেশতাদের প্রবেশের বরকত থেকে বঞ্চিত করতে চায়, তারা তাদের ঘরে ছবি ঝুলাতে পারে। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ صُوَرٌ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ

'যে ঘরে প্রাণীর ছবি থাকে, তাতে ফেরেশতাগণ প্রবেশ করেন না।'[২৩]

প্রাণীর ছবি নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে, এখানে কয়েকটি হাদিস উল্লেখ করা হলো :

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ

'কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি শাস্তির সম্মুখীন হবে চিত্রশিল্পীরা।'[২৪]

আব্দুল্লাহ বিন উমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ

'যারা এ সকল ছবি তৈরি করে, কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দেওয়া হবে, তাদের বলা হবে "তোমরা যা সৃষ্টি করেছিলে, তা জীবিত করো।"'[২৫]

আবু হুরাইরা رضي الله عنه বর্ণনা করেন, তিনি একবার মদিনার এক বাড়িতে প্রবেশ করলেন। দেখলেন, বাড়ির ওপরের দিকে (দেয়ালে) এক চিত্রশিল্পী চিত্র আঁকছে। তিনি বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন :

يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً

'আল্লাহ তাআলা বলেন, "সে ব্যক্তির চেয়ে অধিক জালিম আর কে আছে, যে আমার মতো সৃষ্টি করতে যায়! সুতরাং তারা যেন

---

২৩. সহিহুল বুখারি : ৪/৩২৫
২৪. সহিহুল বুখারি : ১/৩৮২
২৫. সহিহুল বুখারি : ১/৩৮২

একটি দানা সৃষ্টি করে দেখায় এবং তারা যেন একটি ক্ষুদ্র কণা তৈরি করে দেখায়।"'[২৬]

আবু জুহাইফা ﷺ বর্ণনা করেন :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُصَوِّرَ

'নবিজি ﷺ ছবি অঙ্কনকারীদের লানত করেছেন।'[২৭]

বিষয়টি যেন আপনার নিকট আরও স্পষ্ট হয়, সে জন্য এ ব্যাপারে আহলে ইলমদের কিছু মতামত তুলে ধরছি :

إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ صُوَرٌ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ [যে ঘরে ছবি থাকে, সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।]—হাদিসের ব্যাখ্যায় ইবনে হাজার আসকালানি ﷺ বলেন :

'এখানে ঘর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন সকল স্থান, যেখানে মানুষ অবস্থান করে; সেটা বাড়িও হতে পারে আবার তাঁবু বা অন্য কিছু যেখানে মানুষ বাস করে।'[২৮]

যে সকল ছবি ফেরেশতাদের প্রবেশে বাধা দেয়, তা হলো এমন প্রাণীর ছবি, যার মাথা কাটা হয়নি (অর্থাৎ মাথাসহ ছবি) অথবা যাকে তুচ্ছজ্ঞান করা হয়নি।[২৯] (তুচ্ছজ্ঞানের অর্থ হলো, তাকে পা দিয়ে মাড়ানো এবং লাথি দেওয়া।)

কোনো প্রাণীর ছবি বানানোর কাজটি এমন বিদাআতপূর্ণ কাজ, যা ছবি-পূজারিরা শুরু করেছে। যা নুহ ﷺ এর কওমের লোকদের কর্ম থেকে বুঝা যায়। হাবশায় অবস্থিত গির্জা এবং তাতে যে ছবি ছিল, তা নিয়ে আয়িশা ﷺ থেকে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

---

২৬. সহিহুল বুখারি : ১/৩৮৫
২৭. সহিহুল বুখারি : ১/৩৯৩
২৮. ফাতহুল বারি : ১/৩৯৩
২৯. ফাতহুল বারি : ১/৩৮২

كَانُوا إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَةِ أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ

'তাদের মধ্যে যখন কোনো সৎ লোক মৃত্যুবরণ করত, তারা তার কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ করত এবং তাতে তার ছবি তৈরি করত। আল্লাহ তাআলার নিকট তারাই হলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি।'[৩০]

ইবনে হাজার ﷺ এর সাথে আরও একটু যুক্ত করে বলেন :

'নববি ﷺ বলেন, প্রাণীর ছবি অঙ্কন করা জঘন্য হারাম। এটা কবিরা গুনাহ। কারণ এ ব্যাপারে কঠিন শাস্তির ধমক এসেছে। ছবিটা সে নিজের জন্য আঁকুক বা অন্যের জন্য, সর্বাবস্থায় এটা হারাম। জামা-কাপড়, পর্দা-চাদর, টাকা-পয়সা, ঘরের দেওয়াল, ঘরের আসবাবপত্র ইত্যাদি কোনো স্থানেই প্রাণীর ছবি আঁকা জায়িজ নেই। তবে প্রাণীর ছবি ব্যতীত অন্য ছবি আঁকা জায়িজ; হারাম নয়।

আমি বলব, হাদিসের ব্যাপকতা এমন প্রতিটি অবয়বকেই শামিল করে যার ছায়া রয়েছে বা যার ছায়া নেই। মুসনাদে আহমাদে এসেছে, আলি ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

أَيُّكُمْ يَنْطَلِقُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَا يَدَعُ بِهَا وَثَنًا إِلَّا كَسَرَهُ، وَلَا صُورَةً إِلَّا لَطَّخَهَا

"তোমাদের যে-ই মদিনায় পৌঁছবে, সে যত মূর্তি পাবে সব ভেঙে ফেলবে এবং যত ছবি পাবে সব মুছে ফেলবে।"'[৩১]

রাসুলুল্লাহ ﷺ সর্বদা নিজ ঘরকে নিষিদ্ধ ছবি থেকে পবিত্র রাখতে চেয়েছেন। এখানে তার একটা উদাহরণ উল্লেখ করছি, এটি সহিহ বুখারিতে مَنْ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ (ঘরে ছবি থাকায় যিনি প্রবেশ করেননি) শিরোনামের অধ্যায়ে এসেছে, আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত,

৩০. ফাতহুল বারি : ১/৩৮২
৩১. ফাতহুল বারি : ১/৩৮৪

'তিনি একটি বালিশ কিনলেন, যাতে অনেক ছবি ছিল। রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন তা দেখলেন, তখন ঘরে প্রবেশ না করে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকলেন। আয়িশা ﷺ তখন তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টির ছাপ দেখে বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, আমি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের দিকেই প্রত্যাবর্তন করব। আমি কী অপরাধ করেছি?" তিনি বললেন, "এই বালিশের ব্যাপারটি কী?" আয়িশা ﷺ বললেন, "আমি এটা কিনেছি যেন আপনি এতে হেলান দিতে পারেন এবং এতে মাথা রাখতে পারেন।" তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন :

> إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ :أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ، وقال :إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ صُوَرٌ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ
>
> "নিশ্চয় এই ছবি অঙ্কনকারীদের কিয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হবে। তাদের বলা হবে, তোমরা যা সৃষ্টি করেছ, তা জীবিত করো।" এবং তিনি বলেন, "নিশ্চয় যে ঘরে ছবি থাকে, তাতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।"[৩২]

কেউ কেউ এই প্রশ্ন করতে পারে যে, এই বিষয়টি নিয়ে এত দীর্ঘ আলোচনার কী প্রয়োজন? আমরা তাদের বলব, আমরা অনেক ঘরে প্রবেশ করে দেখতে পাই, সেখানে দেয়ালে, ছাদের সাথে, তাকের ওপর ও টেবিলের ওপর বিভিন্ন গায়ক-গায়িকার উলঙ্গ, অর্ধ উলঙ্গ ছবি ঝুলানো থাকে। ঘরের মালিক সকাল-সন্ধ্যা তা দেখে। কেউ কেউ আবার তাতে চুমু খায় এবং বিভিন্ন খারাপ চিন্তা করে। ফলে এই ছবিগুলোই অনেক ক্ষেত্রে পথভ্রষ্ট হওয়ার বড় কারণ হয়। এবং এর মাধ্যমে জ্ঞানীদের নিকট প্রাণীর ছবি শরিয়তে হারাম হওয়ার হিকমতও প্রকাশ পাবে, ইন শা আল্লাহ।

আমরা এই অনুচ্ছেদটি শেষ করার আগে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই :

১. কেউ কেউ বলেন, বর্তমান সময়ে তো ছবি রীতিমতো আমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত আছে। প্রতিটি জিনিসের ওপরই ছবি থাকে। যেমন খাবারের প্যাকেট, কৌটার ওপর, বই, খাতা, পেপার-পত্রিকা প্রায়

---

৩২. ফাতহুল বারি : ১/৩৯২

সবকিছুর ওপরই ছবি থাকে। এখন আমরা যদি সকল ছবি মুছতে যাই, তাহলে তো আমাদের সারাদিন শুধু এর পেছনেই ব্যয় করতে হবে, তবে আমরা কী করব?

আমরা বলব, আপনারা সম্ভব হলে ছবিহীন জিনিস কেনার চেষ্টা করুন। আর বাকিগুলোর ওপরের অংশের কাভারের ছবিগুলো মুছে ফেলুন বা উঠিয়ে ফেলুন। যেমন বইয়ের ওপরের পৃষ্ঠার ছবি মুছে ফেলুন এরপর বই থেকে উপকার অর্জন করুন। আর যেগুলো ব্যবহার করা শেষ, তা বাড়ির বাইরে বের করে দিন। যেমন পত্রিকা পড়া শেষ হলে ঘর থেকে বের করে অন্যত্র রাখুন। আর যেগুলো ওঠানো সম্ভব নয়, যেমন খাবারের প্যাকেটের ওপরের ছবি, এগুলো থাকলে কোনো সমস্যা হবে না, ইন শা আল্লাহ। উলামায়ে কিরামের মতামত এমনটিই। এটি আমাদের ওপর উমুমে বালওয়া তথা ব্যাপক আকারে ছড়ানো বিপদের আকার ধারণ করেছে। কোনো বিষয় অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়লে সেখানে কিছুটা ছাড় থাকে। এবং তা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজতে হয়।

২. যদি দেয়ালের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য তাতে ছবি ঝুলানোর খুব বেশি প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে কোনো প্রাণহীন প্রকৃতির ছবি ঝুলাতে হবে অথবা কোনো মসজিদের ছবি বা শরয়িভাবে নিষিদ্ধ নয়, এমন ছবি ঝুলাতে হবে।

৩. যারা ঘরের দেয়ালে কুরআনের আয়াত ঝুলায়, তাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে, কুরআন ঘরে টানিয়ে রাখার জন্য নাজিল হয়নি। এ ছাড়া কোনো সিজদারত মানুষ, পাখি অথবা এ ধরনের অন্য কিছুর আকারে কুরআনের আয়াত অঙ্কন করে টানিয়ে রাখা কুরআনের আয়াতের সাথে বেয়াদবির শামিল। এবং যারা কুরআনের আয়াত টানিয়ে রাখেন, তাদের ভালোভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে, তার ওপর যে আয়াত টানানো আছে, এর খেলাফ কোনো কিছু যেন তার থেকে প্রকাশ না পায়।

উপদেশ

ধূমপান বর্জন করুন।

ধূমপান হারাম হওয়ার জন্য এই আয়াতই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

'আর তিনি তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল করেন ও নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ।'[৩৩]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা খাদ্য ও পানীয়কে দুভাগে ভাগ করেছেন :

১. পবিত্র হালাল খাবার।

২. অপবিত্র হারাম খাবার।

এখানে তৃতীয় আর কোনো প্রকার নেই। এখন কার এই সাহস আছে যে, দুর্গন্ধ নির্গমন, সম্পদের অপচয় এবং শারীরিক ও আত্মিক ক্ষতিতে ভরপুর এ ধূমপানকে উত্তম ও পবিত্র বলবে?

কোনো ভদ্র ও ভালো পরিবারে সিগারেট জ্বালানোর লাইটার ও ছাইদানিও থাকে না, হুঁকো বা এ জাতীয় অন্য কিছু থাকবে তো দূরের কথা।

আপনার পরিবারের কেউ ধূমপান করবে তো দূরের কথা আপনার বাড়িতে আগমণকারীদের মধ্যেও যেন কেউ ধূমপান করতে না পারে, সে জন্য **'ধূমপান নিষেধ'** লিখে বাড়ির সামনে ঝুলিয়ে দেবেন। আর যদি কাউকে আপনার সামনে এ হারামে লিপ্ত হতে দেখেন, তাহলে উপযুক্ত মাধ্যম গ্রহণ করে তাকে নিষেধ করে দেবেন।

---

৩৩. সুরা আল-আরাফ : ১৫৭

ঘরে কুকুর রাখা থেকে বিরত থাকুন।

আমাদের অনেকেই কাফির-মুশরিকদের অনুকরণ করতে করতে এতটাই নিচে নেমে গেছে যে, ওরা এখন যা করে, এরাও তাদের অনুসরণ করে তাই করে। কাফিররা ঘরে কুকুর পালে তো এরাও এখন ঘরে কুকুর পালা শুরু করেছে। এবং এর পেছনে বিশাল অঙ্কের টাকা খরচ করছে। অথচ মুসনাদে আহমাদের এক হাদিসে এসেছে 'কুকুরের মূল্য হারাম'[৩৪]। তারা কুকুরের খাবার ও তার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পেছনে অনেক টাকা ঢালছে। এ সম্পর্কে অবশ্যই তাদের কিয়ামতের দিন হিসেব দিতে হবে।

এখন তো কুকুর পালন অনেক ধনী ও উচ্চপদস্থ চাকরিজীবীদের ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। এমনকি বড় বড় কর্মচারী ও ধনী ব্যক্তিদের ধনাঢ্যতার চিহ্ন হচ্ছে—তাদের ঘরে কুকুর থাকবে। কুকুর তাদের শরীরে এমনকি কারও কারও মুখে জিহ্বা লাগায়। তাদের বিভিন্ন পাত্রে মুখ লাগায়। অথচ কুকুরের লালা নাপাক, কুকুর যদি কোনো পাত্রে মুখ দেয়, তবে সেটা ধোয়া ওয়াজিব হয়ে যায়। একবার মাটি দিয়ে ঘষাসহ সাতবার ধোয়ার আগে তা পবিত্র হয় না।

যারা কুকুর পালন করে তাদের দৈনিক কত নেকি নষ্ট হয়, তার কোনো হিসেব আছে? হাদিস শরিফে এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطُونَ كَلْبًا إِلَّا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ

'যারা কুকুর পালন করে প্রতিদিন তাদের এক কিরাত[৩৫] নেকি নষ্ট হয়। (আর মুসলিম শরিফের বর্ণনায় এসেছে দুই কিরাত করে নেকি নষ্ট হয়।) তবে শিকারি কুকুর, ফসল ও বকরি পাহারা দেওয়ার জন্য কুকুর রাখা যাবে।[৩৬]

---

৩৪. মুসনাদু আহমাদ : ১/৩৫৬, সহিহুল জামি' : ৩০৭১

৩৫. কিরাত হলো ওজন পরিমাপের একটি একক।

৩৬. সুনানুত তিরমিজি : ১৪৮৯, সহিহ আল-জামি' : ৫৩২১

কিন্তু যারা শখ করে ঘরে কুকুর রাখে, প্রতিদিন তাদের কত নেকি নষ্ট হয়, একটু চিন্তা করে দেখুন।

শিকারি, পাহারাদারি, খেত ও পশুর জন্য কুকুর রাখাটা কুকুর পালনের নিষেধাজ্ঞার বাইরে। এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে অপরাধী ধরা, মাদকদ্রব্য উদ্ধারসহ বিভিন্ন গোয়েন্দা কাজে ব্যবহৃত কুকুর। অর্থাৎ প্রয়োজনে এগুলো লালন পালন করা জায়িজ। এ বিষয়ে এটাই আহলে ইলমদের মূল বক্তব্য।[৩৭]

এই তো আমরা হাদিসে দেখতে পাই যে, ঘরে কুকুর থাকার কারণে জিবরিল ﷺ রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সাথে পূর্ব নির্ধারিত সাক্ষাৎ করতে আসেননি। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

'আমার নিকট জিবরিল আসলো এবং আমাকে বলল, "আমি রাতে আপনার কাছে এসেছিলাম কিন্তু আপনার ঘরে একটি মানুষের প্রতিকৃতি ছিল। একটি পর্দার কাপড়ে ছিল অনেক ছবি। ঘরে একটি কুকুর ছিল, তাই আমি প্রবেশ করিনি। সুতরাং আপনি মানুষের প্রতিকৃতির মাথা কেটে ফেলতে বলুন, যাতে তা কোনো একটি গাছের আকৃতিতে থাকে, পর্দাটা কেটে ফেলতে বলুন, যাতে তা দিয়ে হেলান দেওয়ার দুটি বলিশ বানানো যায়। কুকুরকে ঘর থেকে বের করে দিতে বলুন।" তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ তা-ই করলেন।'[৩৮]

বর্তমানে আমরা আমলে কতটা দুর্বল, তা তো আমরা নিজেরাই জানি। প্রত্যেকে অবগত আছি নিজ নিজ অবস্থা সম্পর্কে। যদি আমলের ঘাটতি সম্পর্কে আমাদের কোনো সন্দেহ থাকে, তবে সালাফে সালিহিনের সাথে আমাদের তুলনা করে দেখি। আমরা আর আমাদের আমল কতই না নগণ্য ও সামান্য! কিন্তু আমরা যদি ঘরে কুকুর রেখে সে আমলকে প্রতিদিন ব্যাপক আকারে কমাতে থাকি, তবে আমাদের আর সম্বল হিসেবে কীই-বা থাকবে!?

---

৩৭. দেখুন, আহমাদ শাকির ﷺ কৃত তিরমিজির টীকা : ৩/২৬৭।
৩৮. আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, সহিহুল জামি' : ৬৮

বাড়ি–ঘরে কারুকার্য করা থেকে বিরত থাকুন।

বর্তমানে অনেক মানুষই তাদের বাড়িঘরে বিভিন্ন ডিজাইনের কারুকার্য করে থাকে। তা দৃষ্টিনন্দন করে হরেক কালারের বাতি দিয়ে। এটা দুনিয়ার সাথে গভীর সম্পর্ক, দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে ডুবে থাকা ও পার্থিব জীবন নিয়ে গর্ব-অহংকার করার ফলাফল ছাড়া আর কিছুই নয়।

কোনো কোনো ঘরে প্রবেশ করলে আপনার মনে পড়ে যাবে ইবনে আব্বাস ﵄ এর এই বাণীটি, 'শুধু নাম ব্যতীত জান্নাতের কিছু দুনিয়াতে নেই।' বর্তমানে যে সকল উপকরণে বাড়ি-ঘর কারুকার্য ও সাজসজ্জা করা হয়, তা এই সংক্ষিপ্ত বইয়ে বর্ণনা করাও সম্ভব নয়। তবে আমরা এখানে আল্লাহ তাআলার এই বাণী স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ. وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾

'যদি সব মানুষের এক মতাবলম্বী (কাফির) হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকত, তবে যারা দয়াময় আল্লাহকে অস্বীকার করে, আমি তাদের ঘরের ছাদও করে দিতাম রুপার এবং তারা যে সিঁড়ি দিয়ে চড়ে তাও। আর তাদের ঘরের দরজাগুলো এবং সেই পালংগুলোও, যাতে তারা হেলান দিয়ে বসে। বরং স্বর্ণনির্মিতও দিতাম। এগুলো সবই তো পার্থিব জীবনের ভোগসামগ্রী মাত্র। আর পরকাল আপনার পালনকর্তার কাছে তাঁদের জন্যই, যারা ভয় করে।'[৩৯]

---

৩৯. সুরা আজ-জুখরুফ : ৩৩–৩৫

'অর্থাৎ, যদি বেশির ভাগ জাহিলদের পক্ষ থেকে এই ধারণা বা বিশ্বাসের ভয় না থাকত যে, আমি যাদের সম্পদ দিই, তাদের এই কারণেই দিই যে, আমি তাদের ভালোবাসি। তবে এটা ভেবে সকলে সম্পদের জন্য কাফির হয়ে যেত।'[৪০] তাহলে আমি কাফিরদের বাড়ি, ছাদ, সিঁড়ি, এমনকি তাদের দরজার তালা পর্যন্ত দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের সামগ্রী সোনা-রুপা দিয়ে বানিয়ে দিতাম। যাতে তাদের সকল ভালো কাজের বিনিময়ে দুনিয়াতেই তারা পরিপূর্ণ অংশ নিয়ে নেয়। তাদের কাছে তো কোনো পুণ্য ও পুরস্কার থাকবে না। কেননা, তারা তো দুনিয়াতেই সব পেয়ে গেছে।

সহিহ মুসলিমে এসেছে। আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ فِي غَزَاةٍ، فَأَخَذْتُ نَمَطًا فَسَتَرْتُهُ عَلَى الْبَابِ، فَلَمَّا قَدِمَ، فَرَأَى النَّمَطَ عَرَفْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِيْ وَجْهِهِ، فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ أَوْ قَطَعَهُ، وَقَالَ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ

'রাসুলুল্লাহ ﷺ এক যুদ্ধে বের হলেন, তখন আমি একটি ঝালরবিশিষ্ট পর্দা নিয়ে দরজার ওপর টানিয়ে দিলাম। তিনি যখন ফিরে এলেন এবং পর্দাটি দেখতে পেলেন, তখন আমি তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টির ছাপ দেখলাম। অতঃপর তিনি পর্দাটি ধরে টেনে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললেন। এবং বললেন "আল্লাহ তাআলা আমাদের এই আদেশ দেননি যে, আমরা পাথর ও মাটি পরিধান করব।"'[৪১]

মুসনাদে আহমাদে ফাতিমা ﵂ এর একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। একবার খাবার রান্না করে ফাতিমা ﵂ আলি ﵁ কে বললেন রাসুলুল্লাহ ﷺ কে দাওয়াত দিতে। রাসুলুল্লাহ ﷺ এসে দরজার পাল্লার ওপর তাঁর হাত রাখলেন। কিন্তু কারুকার্যমণ্ডিত একটি কাপড় দেখতে পেয়ে ফিরে গেলেন।

৪০. ইবনু কাসির : ৭/২১৩
৪১. সহিহ মুসলিম : ৩/১৬৬৬

তখন ফাতিমা ﵂ আলি ﵁ কে বললেন, 'যান, তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি কেন ফিরে গেলেন?' আলি ﵁ এর জিজ্ঞাসার জবাবে রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আমার জন্য[৪২] কারুকার্যমণ্ডিত সুসজ্জিত ঘরে প্রবেশ করা উচিত নয়।'[৪৩]

সুনানে আবু দাউদে এ হাদিসটি এসেছে 'দাওয়াতকৃত মেহমান যখন মেজবানের ঘরে শরিয়তের অপছন্দনীয় কিছু দেখতে পায়' নামক অধ্যায়ে।[৪৪]

সহিহ বুখারির 'দাওয়াতের মধ্যে অপছন্দনীয় কিছু দেখলে কি ফিরে আসবে?' নামক অধ্যায়ের তা'লিকে বর্ণিত হয়েছে :

وَدَعَا ابْنُ عُمَرَ أَبَا أَيُّوبَ فَرَأَى فِي الْبَيْتِ سِتْرًا عَلَى الْجِدَارِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ غَلَبَنَا عَلَيْهِ النِّسَاءُ فَقَالَ مَنْ كُنْتُ أَخْشَى عَلَيْهِ فَلَمْ أَكُنْ أَخْشَى عَلَيْكَ وَاللهِ لَا أَطْعَمُ لَكُمْ طَعَامًا فَرَجَعَ

'ইবনে উমর ﵁ আবু আইয়ুব ﵁ কে দাওয়াত দিলেন। তিনি এসে (ইবনে উমর ﵁ এর ঘরের) দেয়ালের ওপর কারুকার্য করা পর্দা দেখতে পেলেন। তখন ইবনে উমর ﵁ বলেন, "এ ব্যাপারে মহিলারা আমাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে।" এ শুনে আবু আইয়ুব ﵁ বললেন, "কিছু মানুষের ব্যাপারে আমি আশঙ্কা করেছিলাম। কিন্তু আপনার ব্যাপারে এমন কোনো আশঙ্কা করিনি। আল্লাহর শপথ, আমি আপনাদের ঘরের খাবার খাব না।"'[৪৫]

মুসনাদে আহমাদে সালিম বিন আব্দুল্লাহ বিন উমর ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আমার পিতা বেঁচে থাকা অবস্থায় বিবাহ করেছি। তখন আমার বাবা লোকদের দাওয়াত দিলেন। দাওয়াতি মেহমানদের মধ্যে আবু আইয়ুব ﵁ ও একজন ছিলেন। বাড়ির লোকেরা আমার ঘরে সবুজ

৪২. অন্য রিওয়ায়াতে এসেছে নবির জন্য।
৪৩. মুসনাদু আহমাদ : ৫/২২১, সহিহুল জামি' : ২৪১১
৪৪. সুনানু আবি দাউদ : ৩৮৫৫
৪৫. ফাতহুল বারি : ৯/২৪৯

নকশি একটি পর্দা ঝুলিয়েছিল। আবু আইয়ুব ﷺ এসে ঘরে দৃষ্টি দিয়ে এটি দেখতে পেলেন এবং বললেন, "আব্দুল্লাহ, তোমরাও দেয়ালে এমন পর্দা টানাও!" তখন আমার বাবা লজ্জিত হয়ে বললেন, "হে আবু আইয়ুব, এ ব্যাপারে মহিলারা আমাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে।" এরপর আবু আইয়ুব ﷺ বলেন, "যাদের ব্যাপারে আমি আশঙ্কা করতাম যে, তাদের ওপর মহিলারা প্রভাব বিস্তার করবে... (আপনাকে আমি তাদের মধ্যে মনে করতাম না)।"'[৪৬]

তাবারানির বর্ণনায় এসেছে, আবু জুহাইফা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا حَتَّى تُنَجِّدُوا بُيُوتَكُمْ كَمَا تُنَجَّدُ الْكَعْبَةُ

'তোমাদের ওপর দুনিয়াকে খুলে দেওয়া হবে, তখন তোমরা তোমাদের ঘরকে এমনভাবে সুসজ্জিত করবে, যেমনিভাবে কাবাকে সুসজ্জিত করা হয়।'[৪৭]

ঘর-বাড়ি কারুকার্য করার ক্ষেত্রে উলামায়ে কিরামের কথার খোলাসা হলো : তা হয়তো মাকরুহ, নয়তো হারাম।[৪৮]

وَاللهُ أَعْلَمُ؛ وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

৪৬. হাদিসের শেষ পর্যন্ত, যেভাবে ফাতহুল বারিতে বর্ণিত হয়েছে।

৪৭. সহিহুল জামি' : ৩৬১৪

৪৮. ইবনে মুফলিহ কৃত আল-আদাবুশ শারইয়্যা।

সম্পাদকের কথা...

একদিকে পরিবারের কর্তাব্যক্তিরা স্ত্রী-সন্তানদের অপরাধ-অনাচার নিয়ে প্রায়ই অভিযোগ-অনুযোগ করেন, অপরদিকে তারাই নিজ পরিবারে অশান্তি আর গুনাহের দ্বার খুলে রাখেন। গাইরে মাহরামদের সাথে স্ত্রীলোকদের দেখা-সাক্ষাৎ, পরপুরুষের সামনে তাদের অবাধ চলাফেরা—এসব ব্যাপারে তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন। এমনকি ঘরে গুনাহের সরঞ্জামের সয়লাব দেখেও এগুলোর বিরুদ্ধে কখনো টুঁ শব্দটিও করেন না। ব্যক্তিগতভাবে কর্তাব্যক্তি যতটুকু দ্বীন পালন করছেন, এতেই তিনি বেশ সন্তুষ্ট। ঘরে স্ত্রীর অবসর সময় কীভাবে কাটছে, মেয়েরা কী করছে, ছেলেরা কী নিয়ে ব্যস্ত—এসব নিয়ে তার মাথা ঘামানোর সময় কই? বস্তুত, পরিবারের লোকদের দ্বীনদারির ব্যাপারে গৃহকর্তাদের উদাসীনতার ফলেই প্রতিনিয়ত পারিবারিক নানান বিপর্যয়ের খবর শোনা যাচ্ছে। সবাই যদি নিজ নিজ পরিবারে দ্বীনি পরিবেশ কায়িমে সচেতন থাকতেন, তাহলে এত সব পারিবারিক অশান্তি আর বিপর্যয় সৃষ্টি হতো না।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটিতে পারিবারিক বিপর্যয় থেকে বেঁচে থাকার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উপদেশ আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থটি পরিবারের সকল সদস্যের জন্যই পাঠ উপযোগী। আমরা আশা করি, গ্রন্থটি নিয়মিত অধ্যয়নে তারা পারিবারিক নানান বিপর্যয় থেকে বেঁচে থাকতে সক্ষম হবেন, ইনশাআল্লাহ।

- তারেকুজ্জামান

পরিবারের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে আমরা খুব পেরেশান হই। তার চিকিৎসার জন্য কত ডাক্তারের দ্বারস্থ হই। ততক্ষণ পর্যন্ত স্বস্তি লাভ করতে পারি না, যতক্ষণ না সে সুস্থ হয়। কিন্তু আমাদের পরিবারের সদস্যরা যে আল্লাহর নাফরমানিতে ডুবে থেকে নিজেদের জাহান্নামের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, এ ব্যাপারে কি কখনো আমরা চিন্তিত হই? কখনো একবারও কি ভেবে দেখি—আমার মা, বোন, মেয়ে, পরিবারের সদস্যরা ওপারের কোন আবাসের বাসিন্দা হতে চলছে? বস্তুত, আমরা যদি সত্যিই ভাবতাম, তাহলে আমাদের পবিবারগুলো গুনাহের আসরে সরগরম থাকত না; আমাদের ঘর থেকে ভেসে আসত না গান-বাজনার আওয়াজ; চোখে পড়ত না নারীদের যত্রতত্র অবাধ ঘুরে বেড়ানোর দৃশ্য। হে ভাই, আমাদের পারিবারিক বিপর্যয়ের জন্য কি আমরা নিজেরাই দায়ী নই?...